NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ মেট্রোর লাইনে জল, নাকাল যাত্রীরা

পাক জঙ্গিদের অনুপ্রবেশে সাহায্য, গ্রেপ্তার তরুণ ৭

কলকাতা ১ জুলাই ২০২৫ ১৬ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.07.2025, Vol.19, Issue No. 22, 8 Pages, Price 3.00

‘নারী মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে ছাত্রীর ধর্ষণ লজ্জাজনক’

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল বিজেপির ‘তথ্যানুসন্ধানী দল’। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার নিজেই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার প্রেরিত দলটিকে নিয়ে সোমবার দেখা করেন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মার সঙ্গে। লালবাজারে প্রায় ৪৫ মিনিট কাটান তাঁরা। কলেজগুলিতে প্রাক্তনীদেরও অবাধ গতিবিধি কেন? পুলিশ কমিশনারকে সে প্রশ্ন করলেন দেশের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিজে। তবে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি সুকান্তরা। কারণ ধৃতদের সাজা হবেই, সে বিষয়ে কমিশনার বর্মা আশ্বস্ত করেছেন সুকান্ত-সহ গোটা ‘তথ্যানুসন্ধানী দল’কে।

এদিন কলকাতায় পা রেখেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ করে বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দল। ‘বাংলায় মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। মেডিক্যাল কলেজ, ল’ কলেজ;এই জায়গাগুলোতেও মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। যাঁরা ভবিষ্যতে আইনের পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন, তাঁরাই আজ ধর্ষণের শিকার। এটা খুবই লজ্জার, বিশেষ করে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একজন মহিলা। প্রতিদিন বাংলায় মহিলাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, তৃণমূলের নেতৃত্বের কারণে এইসব ঘটনাগুলি ঘটছে’। সোমবার কলকাতায় পা রেখেই ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেন ত্রিপুরা পশ্চিমের বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব।

ল’ কলেজে বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দল।

প্রতিনিধি দলের আরেক সদস্য, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির কথায়, ‘যে রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসন একজন মহিলা পরিচালনা করছেন, সেই রাজ্যেই বারবার মহিলাদের উপর নৃশংসতা হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান না। এতে বোঝা যায়, রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার অবস্থা কতটা দুর্বল। আমরা ঘটনাস্থলে যাব, খতিয়ে দেখব;এই ঘটনার দায় কে এড়াতে চাইছে।’

সত্যপাল সিং বলেন, ‘বাংলায় আজকের দিনে কলেজ, হাসপাতাল, এমনকি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানও অপরাধমুক্ত নয়। নির্যাতিতার জন্য সুবিচার হবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।’

কসবা কলেজের ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলগুলি যখন সরব, তখন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপিকে রাজনীতিকরণের অভিযোগ তুলেছে। তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, ‘বিজেপি এই ঘটনাকে ইস্যু করে বাংলায় অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। আইন তার নিজের পথে চলবে।’

কসবা ল’ কলেজে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে তদন্তে আসা বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যপাল সিং। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিপ্লব দেব, মীনাক্ষী লেখি এবং মনন কুমার মিশ্র। প্রথমে অভিযোগ ছিল, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে অনুমতি চাওয়া হলেও তা নাকচ করা হয়েছে। কিন্তু পরে অনুমতি দেওয়া হয় প্রতিনিধি দলকে। লালবাজারে নগরপালের সঙ্গে বৈঠক সেরে চার দলের সদস্যরা কসবা কলেজে গিয়ে অধ্যাপক ও অন্যান্য পড়ুয়াদের সঙ্গে কথাও বলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্য সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা পল। প্রথমে কলেজের ভিতরে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া না হলেও পরে অসন্তুষ্ট প্রতিনিধি দলকে কলেজে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হয়।

সন্দেশখালির তিন বিজেপি কর্মী খুনে

সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তিনটি খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। একইসঙ্গে তিনি এ নির্দেশও দেন, সিট গঠন করে যুগ্ম অধিকর্তার নেতৃত্বে তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

২০১৯ সালে ওই তিন বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল শেখ শাহজাহানের। ২০১৯ সালের ৮ জুন সন্দেশখালির বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল, দেবদাস মণ্ডল এবং সুকান্ত মণ্ডলকে খুনের অভিযোগ ওঠে। নিহতেরা তিন জনই বিজেপি কর্মী ছিলেন। প্রদীপ ছিলেন পরিবারের মেজ ছেলে। তাঁকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। প্রদীপের তুতো ভাই সুকান্তের বাড়িতেও দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। একই কায়দায় তাঁকেও গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সন্দেশখালিরই অপর এক বাসিন্দা দেবদাস মণ্ডলকেও ওই সময় খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই খুনের মামলার প্রাথমিক চার্জশিটে নাম ছিল শাহজাহানের। এই মামলায় দুটি পৃথক এফআইআর হয়েছিল। আদালতের নির্দেশেই সিআইডি তদন্তে নামে। একটিতে ২৪ জন এবং অপরটিতে ২৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন শাহজাহান শেখ ও তাঁর দলীয় ঘনিষ্ঠরা।

কিন্তু পরে সিআইডির হাতে তদন্তভার গেলে চার্জশিট থেকে তাঁর নাম বাদ যায় বলে দাবি মৃত তিন বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যদের। শুধু তা-ই নয়, ২০২২ সালে অপর একটি খুনের মামলাতেও চার্জশিটে শাহজাহানের নাম উঠে এসেছিল। কিন্তু পরে ওই মামলায় জামিন পেয়ে যান। এই তিন খুনের মামলায় সোমবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

অবশেষে ধর্মের জয়। পাপ ঢেকে রাখা যায় না। রাজ্য সরকারের মদতে থাকা দুষ্কৃতীদের আড়াল করার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে আদালত সত্যকে সামনে এনেছে। আমি কৃতজ্ঞ কলকাতা হাইকোর্টের প্রতি। সন্দেশখালির পদ্মা ও সুপ্রিয়া মণ্ডলের স্বামীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সিবিআইকে পুনঃতদন্তের নির্দেশ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

– শুভেন্দু অধিকারী

হঠাৎ নয়, ছক কষেই নির্যাতন ছাত্রীকে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র কলেজে নির্যাতিতা তরুণীকে প্রথম দিন থেকেই টার্গেট করেছিল। ঘটনাটি নিছক আকস্মিক নয়, বরং এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্র, এমনটাই জানা গেল তদন্ত একটু এগোতেই। পাশাপাশি তদন্তকারীরা এও জানান, মনোজিতের সঙ্গে অন্য অভিযুক্ত প্রমিত মুখোপাধ্যায় আর জায়েবেরও কলেজের ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে হয়রানির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আর এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল কলেজের এক নিরাপত্তারক্ষীও।

স্বীকার জেরায়

এর পাশাপাশি কসবা কাণ্ডে আপাতত তদন্তকারীদের নজর তিন অভিযুক্তের ফোন কলের নথিতে। কারণ, বুধবার সন্ধ্যেয় বা তার আগে-পরে এই তিন জনের ফোন থেকে কাদেরকে ফোন করা হয়েছিল বা কতক্ষণ কথা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন তাঁরা। এ ব্যাপারে আপাতত সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছে ফোন কলের বিস্তারিত নথি চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। এই নথি হাতে এলে কসবাকাণ্ডের তদন্ত অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

এর পাশাপাশি কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল’ কলেজের নির্যাতিতার দ্বিতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টও ভয়ংকর। কারণ, বিতর্ক এড়াতে এবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক মেডিসিন এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে টেস্ট করা হয়। সেখানে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বায়োকেমিক্যাল টেস্টের জন্য ফের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নির্যাতিতার নখ এবং মাথার বিভিন্ন জায়গারও পরীক্ষা করা হয়। এই দ্বিতীয় মেডিকোলজিক্যাল পরীক্ষাতেও যৌনাঙ্গের ভিতরের

■ এরপর ২-এর পাতায়

কসবায় সিবিআই চেয়ে মামলা দায়ের সুপ্রিমেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার গণধর্ষণকাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক জনস্বার্থ মামলা।

কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল’কলেজের ঘটনা নিয়ে তদন্তের আর্জি জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। শীর্ষ আদালতেও সত্যম সিংহ নামে এক আইনজীবী আর্জি জানান, তাদেরই নজরদারিতে সিবিআই তদন্তের। আর্জিতে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক মদন মিত্রর বিতর্কিত মন্তব্যেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যের কারণে তদন্ত প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি কসবা কাণ্ডে নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা এবং ওই তরুণীর জন্য আর্থিক সাহায্যের দাবিও জানানো হয়েছে। জানা যাচ্ছে আবেদনকারীকে ইতিমধ্যে মামলা দায়েরের অনুমতিও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রসঙ্গত, কসবার আইন কলেজে আইনের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গত শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন একাধিক আইনজীবী। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছিল। পুলিশি তদন্তে হাইকোর্টের নজরদারি চেয়ে সোমবারও নতুন করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টে কসবাকাণ্ডে দায়ের হওয়া সব’কটি মামলার শুনানি আগামী বৃহস্পতিবার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আদালত সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে বিচারপতি সৌমেন সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী সৌম্যশুভ্র রায়, আইনজীবী সায়ন দে এবং বিজয় কুমার সিংহল। এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন নেই। ওই বিষয়ে সকল মামলা দায়ের করে বিপরীত পক্ষকে নোটিস দেওয়া হোক। তারপর শুনানি চেয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন আইনজীবীরা। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলাগুলির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জনস্বার্থ মামলায় আইনজীবীদের মূল দাবি, আদালতের নজরদারিতে তদন্ত, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নজরদারিতে তদন্ত, কলেজে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আইনজীবী সত্যম সিংহের দাবি, রাজ্য পুলিশের তদন্তে নিরপেক্ষতা নেই। তাই নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সরাসরি সিবিআই-এর হাতে তদন্তের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোক। সত্যম সিংহ তাঁর আর্জিতে লিখেছেন, ‘এই ঘটনা রাজ্যবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীকে কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই দিনের আলোয় যেভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা চূড়ান্তভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মামলার সুষ্ঠু তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।’ একইসঙ্গে এই আর্জিতে আরও জানানো হয়, ‘নির্যাতিতার পরিবার বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাই অবিলম্বে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক। একইসঙ্গে নির্যাতিতার মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসনের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য এবং পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।’ একইসঙ্গে সত্যম সিংহ রাজ্য পুলিশের তদন্ত সম্পর্কেও জানান, ‘রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যেই প্রভাবিত। অভিযুক্তদের রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে। তাই দ্রুত সিবিআই তদন্ত ছাড়া প্রকৃত সত্য প্রকাশ অসম্ভব।’ এদিকে শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, এই আর্জির শুনানি খুব শীঘ্রই হতে পারে।

শো-কজ

■ **খড়গপুরে রাস্তায় ফেলে প্রবীণ বাম নেতাকে মারধর এবং চোখেমুখে কালি ছোড়ায় অভিযুক্ত নেত্রী বেবি কোলেকে শো-কজ করল তৃণমূল। সেই সঙ্গে দলের তরফে এফআইআর-ও দায়ের করা হয়েছে ওই নেত্রীর বিরুদ্ধে। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুজয় হাজরা শো-কজের চিঠিতে বেবিকে লিখেছেন, তিনি যে কাজ করেছেন তা দলবিরোধী।**

মেয়াদ বৃদ্ধি

■ **আরও ছয় মাসের জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে বহাল থাকছেন মনোজ পন্থ। সোমবারই তাঁর সরকারি কর্মজীবনের নির্ধারিত শেষ দিন ছিল। কিন্তু নবান্ন থেকে পাঠানো প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে কেন্দ্র তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে। প্রশাসনিক স্তরেই এই সিদ্ধান্তকে রাজ্যের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।**

বিস্ফোরণে মৃত

■ **তেলঙ্গানার একটি রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সোমবার সকালে বিস্ফোরণের পরেই আগুন লেগে যায় কারখানায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।**

তালিকা সংশোধনে নিয়ম বদল কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকা সমীক্ষা ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা প্রশ্নকে কার্যত স্বীকৃতি দিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার কমিশনের তরফে নতুন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলে নতুন করে আর কোনও নথি জমা দিতে হবে না। ফলে যাঁদের জন্ম ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পরে, তাঁদের জন্য বাড়তি নথির প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, কমিশনের এই সিদ্ধান্তে কি মমতার দাবিই মেনে নেওয়া হল?

কয়েক দিন আগেই বিহারে ‘স্পেশ্যাল ইন্টেনসিভ রিভিশন’-এর প্রেক্ষিতে কমিশনের নিয়মের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, গরিব মানুষ বা পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষে বাবা-মায়ের জন্মতারিখের প্রমাণ দেওয়া কার্যত অসম্ভব। অনেক ক্ষেত্রেই প্রসব হয়েছে বাড়িতে, ফলে জন্ম শংসাপত্রের প্রশ্নই নেই। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, কমিশনের এই পদক্ষেপ কি এনআরসি চালুর ভূমিকা?

কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিহারের ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের নতুন করে কোনও নথি লাগবে না। শুধু ইএফ ফর্ম পূরণ করে জমা দিলেই চলবে। মা-বাবার নাম সংক্রান্ত আলাদা করে কোনও প্রমাণ দিতে হবে না। যাঁদের নাম নেই, তাঁরাও তাঁদের বাবা-মায়ের নথির বদলে ওই তালিকাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটারই ছাড় পাবেন বাড়তি নথি জমা দেওয়ার দায় থেকে।

তৃণমূল এই সিদ্ধান্তকে মুখ্যমন্ত্রীর আন্দোলনের জয় বলেই দাবি করেছে। মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। তাঁর চাপে পড়েই কমিশন নিয়ম বদলাতে বাধ্য হয়েছে।’ তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, এর আগেও মমতার আন্দোলনের ফলেই দেশে ছবি-সহ ভোটার কার্ড চালু হয়েছিল।

তবে তৃণমূলের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত ঘিরে বিভাজন স্পষ্ট। দলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েনের মতে, ‘পুরনো আর নতুন বিজ্ঞপ্তির মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই। উদ্দেশ্য একই; কমিশনকে দিয়ে বিজেপি বাংলা দখলের কাজ করাচ্ছে।’ তৃণমূল নেতৃত্ব সূত্রে খবর, দল নতুন বিজ্ঞপ্তিরও প্রতিবাদ জানিয়ে কমিশনে চিঠি দিতে চলেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অবস্থানকে আরও জোরদার করলেন, তেমনই স্পষ্ট হয়ে গেল আগামী ভোটকে ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্যের টানাপোড়েন আরও তীব্র হতে চলেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Subhabrata Sengupta S/o. Mihir Sengupta ও Subhabrata Senagupt S/o. Mihir Senagupt, Lt. M. Sengupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে Sushil Kumar Tiwary S/o. Madhusudan Tiwary, Sushil Kumar Tiwary S/o. Madhusudan Tiwari ও Sushil Kr. Tiwari S/o. M. S. Tiwari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে Sujan Kumar Sadhukhan S/o. Ratan Chandra Sadhukhan ও Sujan Sadhukhan S/o. R. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫০৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Khalik S/o. Late Sk Billal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Rijuyan ও Shekh Rijuyan S/o. Shekh Khalik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫০৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Khalik & Sk. Rahaman S/o. Late Sk. Billal ও আমার পুত্র Sk. Rohit & Shekh Rohit S/o. Shekh Khalik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Patit Paban Rana S/o. Late Nirode Baran Rana @ Nirod Baran Rana ও Patitbaran Rana S/o. N. B. Rana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা জুলাই। ১৬ ই আষাঢ়। মঙ্গল বার। ষষ্ঠাদি তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে পাদ দোষ সকাল ৮/৫৪ র পর পাপ ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস ও মহাপ্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩৪৮ নং এফিডেভিট বলে Israil Molla S/o. Golam Molla ও Md Israil Mollah S/o. Sk. G. Mollah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Priya Ranjan Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Krishnapada Sarkar ও K. P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৬/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Kashem Mondal (old name) S/o. Late Hazi Abu Bakkar Mondal R/o. Meshera, Kalachara, Haripal, Hooghly-712405, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abul Kasem Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Abdul Kashem Mondal & Abul Kasem Mondal S/o. Late Hazi Abu Bakkar Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mohammod Nuruzzaman Mondal.

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫২৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Maruf Hossen S/o. Sk Golam Mostofa ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ও আমার পুত্র Sk Asif Hossen উভয়ের সঠিক ঠিকানা Vill Fatepur, P.O. Digsui, P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin-712148 হইতেছে।

Change of Name

I, **OM PRAKASH YADAV** S/o **Kedar Yadav**, residing at Inda, Malik Bagan, PO- Inda, P.S. - KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur-721 305, W.B. have changed my name from **O.P. YADAV @ OMPRAKASH YADAV** to **OM PRAKASH YADAV** vide affidavit No. – 5615 dated 10.06.2025 In the Court of Ld. (1st Class) Judicial Magistrate at Kharagpur. **O.P. YADAV @ OMPRAKASH YADAV** and **OM PRAKASH YADAV** is one and same identical person i.e. myself.

নাম-পদবী

আমি Birendranath Ghosh S/o- Late Bholanath Ghosh residing at Daspara Lane, Mallickpara, P.O. Krishnagar P.S. Kotwali Dist. Nadia Pin. 741101 গত 30/06/2025 তাং Ld Executive Magistrate 1st Class Krishnagar Nadia কোর্টের Affidavit বলে Birendranath Ghosh & Kuchan Chandra Ghosh & Kumat Bihari Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Jayanta Ghosh S/o- Late Amiya Prasad residing at Daspara Lane, Mallickpara, P.O. Krishnagar P.S. Kotwali Dist. Nadia Pin. 741101 গত 30/06/2025 তাং Ld Executive Magistrate 1st Class Krishnagar Nadia কোর্টের Affidavit বলে Amiya Prasad Ghosh & Amiya Ghosh & Bakresh Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পদবি

আমি সৌনক দাস (Sounak Das) পিতা তরুণ দাস, হিন্দু, ভারতীয় সাকিন গ্রাম : সাদপুর, পো : মসলন্দপুর, থানা : হাবড়া, নিউ গোবরডাঙ্গা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৮৯,১৬.০৬.২৫ তারিখে মহামান্য ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসত সমীপে হলফনামা, ক্রম নং ২৫৬১ দ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার নাম ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডে সৌনক দাস হিসেবে উল্লেখ রয়েছে কিন্তু জন্ম শংসাপত্রে সুমন দাস হিসেবে ভুলক্রমে উল্লেখ রয়েছে। সৌনক দাস এবং সুমন দাস এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমি সৌনক দাস হিসেবেই পরিচিত হইলাম।

NAME CHANGE

I, Swati Mukherjee, D/o Sankar Mukherjee, residing at 11/1P, Gopal Banerjee Lane, P.O - Kalighat, P.S – Tollygunge, Kolkata – 700026, South 24 Parganas, West Bengal vide an affidavit No. 31493 in the court of 1st Class Judicial Magistrate, Alipore on 21.05.2025 that my maiden name was Swati Mukherjee and after my marriage with Shyamalesh Roy, I was known and called as Swati Roy. Thereafter I got decree of Divorce on mutual consent, since then I am known as Swati Mukherjee.That I Swati Mukherjee and Swati Roy is same and one identical person.

I Suchismita Sethy D/O- Sukadev Sethy resident at Vill- Bhatakarua, Hatadhi, Akarul, Kendujhar, Odisha-758022 have declare that I have change my name & religion from Suchismita Sethy(Hindu) to Ayesha Khatun(Mohammedan) willingly vide affidavit of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 24/06/2025.

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রী মহেশ চন্দ্র সাঁতরা, পিতা-লক্ষ্মণ চন্দ্র সাঁতরা, ২) শ্রী মহেন্দ্র পন্ডিত, পিতা- প্রয়াত সুধীর পন্ডিত, ৩) শ্রী শঙ্কর দে, পিতা- প্রয়াত রমনী মোহন দে, ৪) হিমাংশু মন্ডল, পিতা- প্রয়াত হৃদয় কৃষ্ণ মন্ডল, ৫) শ্রী গৌর শঙ্কর তপাদার, পিতা- প্রয়াত কালীপদ তপাদার, ৬) শ্রী অমিত দাস, পিতা- প্রয়াত অসিত দাস, আমরা বি.এল এ্যান্ড এল.আর খলিসানী চনন্দনগর, হুগলী দপ্তরে শিক্ষানবিসি হিসাবে ৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল ল' ক্লার্কস্ এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল' ক্লার্কস্ লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, ওন্দা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেঃ কৃত I-783/2025 নং আমমোক্তার নামা দলিলমূলে শ্রীমত্যা দুর্গারানী মন্ডল ওর্ফে দুর্গা মন্ডল স্বামী শিবদাস মন্ডল সাং মেদিনীপুর, পোঃ মেদিনীপুর গ্রাম, থানা ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া উক্ত দাতা শ্রী দিলীপ দে পিতা শ্রী সুবল দে সাং লাপুড় পোঃ রামসাগর, থানা ওন্দা, জেলা বাঁকুড়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন । উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে তাহা জেলা বাঁকুড়া, থানা ওন্দা এর অধীন ২৫৪ নং জে. এল. বিশিষ্ট সিংহাটী মৌজার মধ্যে এল. আর. ১৬১৪ নং খতিয়ানভুক্ত, আর. এস. ৬৮ নং দাগ যাহা বর্তমান এল. আর. ১১০ নং দাগে ০৮ শতক সম্পত্তি ১/ শ্রী মথুরানাথ গরাই পিতা শ্রী শঙ্কর গরাই ২/ শ্রী মিঠু গরাই স্বামী মথুরানাথ গরাই সাং ও পোঃ আগড়দা, থানা ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া কে ওন্দা এ.ডি.এস.আর. অফিসে I-1355/2025 নং রেঃ কৃত কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করেন । উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনরূপ বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. মহাশয়কে জানাইবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকর হইবে ।

স্বাক্ষর
অভিষেক চৌধুরী, জজ কোর্ট বাঁকুড়া

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur
Succession Case No. 38 /2024
Shreyasee Tiwari & another .... Petitioners
Verses
General Public......O. P

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত হাতারমাঠ এলাকার সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যায় যে, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর,থানা- কোতয়ালী, হাতারমাঠ এলাকার স্বস্তি চ্যাটার্জি প্রযত্নে চট্টোপাধ্যায় (ব্যানার্জি) গত ইংরাজী ২৯/০৫/২০২০ তারিখে পরলোক গমন করিবার কারনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মেদিনীপুর ব্রাঞ্চ ও পোষ্ট অফিসে কিছু টাকা বিনিয়োগ করেন। যাহা পাইবার প্রার্থনায় তস্য ওয়ারিশগন আদালত হইতে Succession Certificate এর জন্য অত্র মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন এবং অত্র মোকদ্দমার পরবর্তী দিন আগামী ইংরাজী 04.07.2025. তারিখ শুনানির দিন ধার্য্য রহিয়াছে। এতদবিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা কোনো ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা আইননুগভাবে শুনানি হইয়া নিষ্পত্তি হইবে ।

Schedule of Property
1) State Bank of India, Midnapore Branch Account No. 11161876992, Amount of Rs. 472167.83/-
2) Post Office Savings Account, Habibpur, Account No. 2152336, Amount of Rs. 10378/-
Alongwith interest

অনুমত্যানুসারে
Laxman Sing, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুরেশ সিং** পিতা ৺পৃথ্বী নাথ সিং, সাকিম ২২/৭, ফেরী ঘাট রোড, আটপুর, জগদ্দল, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১২৮, **২)শ্রীমতী দিপালী ঘোষ, ৩)শ্রী হরিহর ঘোষ, ৪)শ্রীমতী গীতাঞ্জলী শেঠ** স্বামী শ্রী শ্যামসুন্দর শেঠ, ২ থেকে ৪ নং এর সাকিম বক্সীগলি, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **৫)শ্রীমতী রুপাঞ্জলি পাঁজা** স্বামী শ্রী তপন পাঁজা, সাকিম হরিধাম মেমারী, মেমারী, গলসী, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪৬, **৬)শ্রীমতী রমা নিয়োগী** স্বামী শ্রী শুভেন্দু নিয়োগী সাকিম ডাঃ এস.পি. ঘোষ রোড বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, ২নং এর স্বামী ও ৩ থেকে ৬নং এর পিতা ৺ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৩/০৬/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-138/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **আশিক আনসারী** পিতা মৃত আব্দুল হামিদ, সাকিম ৭৮ (পুরাতন ৩), আর.বি.এস. রোড কড়াইকল, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ২১/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1506/2025 নং দলিল মূলে **১)মহঃ আসিফ** পিতা মৃত মহঃ বদরুদ্দীন, সাকিম ৪১/১৫, কে.বি.এম. রোড চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, **২)জাভেদ হাসান আনসারি** পিতা আমির হাসান, সাকিম আর.বি.এস. রোড কড়াইকল, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২ মহাশয়গণকে কমবেশী ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, জে.এল নং ২২১, সাবেক ৬৯৩ তথা হাল এল.আর. ১০২১ ও ১৩৪৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪১৬০ তথা হাল এল আর ৪৩৬০ নং দাগে শালি জমি ০.১৪৮ একর তন্মধ্যে কমবেশী ২ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)মহঃ আসিফ** পিতা মৃত মহঃ বদরুদ্দীন ও **২)জাভেদ হাসান আনসারি** পিতা আমির হাসান, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট মানকুণ্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate),
Chandernagore Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রী অভিজিৎ দাস, পিতা- প্রয়াত যতীন দাস, ২) শ্রী পিনাকী বোস, পিতা- প্রয়াত প্রভাত রঞ্জন বোস, ৩) পূর্নিমা খাঁড়া, পিতা- সিদ্ধেশ্বর খাঁড়া, ৪) অভিজিৎ সামন্ত, পিতা- জগন্নাথ সামন্ত। আমরা চুঁচুড়া পরিবহন শাখায় শিক্ষানবিসি হিসাবে ৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল ল' ক্লার্কস এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল' ক্লার্কস্ লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রী সমীর সাহা, পিতা- সুবল চন্দ্র সাহা, ২) শ্রী প্রদীপ ব্যানার্জ্জী, পিতা- প্রয়াত গৌর মোহন ব্যানার্জ্জী, ৩) শ্রী লাখী সাউ, পিতা চাঁদ সাউ, এবং ৪) শ্রী নির্মল মুদি, পিতা- শ্রী শম্ভুনাথ মুদি। আমরা হুগলী জেলার শ্রীরামপুর আদালতে শিক্ষানবিসি হিসাবে ৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল ল' ক্লার্ক এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল' ক্লার্ক লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রী দেবাশিষ রায়, পিতা-শ্রী অজিত কুমার রায়, ২) শ্রী সোমনাথ মুখার্জ্জী, পিতা- শ্রীকান্ত মুখার্জ্জী, ৩) শ্রী অরিজিৎ ঘোষ, পিতা- শ্রী প্রশান্ত ঘোষ, আমরা হুগলী জেলার গোঘাট রেজেষ্ট্রী অফিসে, শিক্ষানবিসি হিসাবে ৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল ল' ক্লার্ক এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল' ক্লার্কস্ লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সলিল বোস, পিতা- প্রয়াত শম্ভুনাথ বোস, ২৫ নং তেওয়ারী পাড়া লেন, বালীর মোড়, পোঃ ও জেলা- হুগলী আমি চুঁচুড়া জাজেস্ আদালতে শিক্ষানবিসি হিসাবে ৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল ল' ক্লার্কস্ এর কাজ করিয়া আসিতেছি । আমি ল' ক্লার্কস্ লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

LEGAL NOTICE

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন ১) শ্রীমতী পম্মি ড্রোলিয়া, স্বামী- শ্রী জিতেশ ড্রোলিয়া, ২) শ্রী জিতেশ ড্রোলিয়া, পিতা- 'যুগল কিশোর ড্রোলিয়া, উভয়ের সাকিম কুচকুচিয়া, রোড, বাঁকুড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ৩৯৯৬/২১ ও ৩৯৯৫/২১ নং কোবালা দলিল মূলে তুলসী বাঙ্গাল, স্বামী প্রবোধ বাঙ্গাল, সাকিম আগোয়া, পোঃ- ধবনী, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপড়ী, পিতা শ্রী জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, জাতি হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা ব্যবসা, সাকিম জগন্নাথবাটী, পোঃ- কেশিয়াকোল, থানা ও জেলা বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ১২০৫/২১ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জগন্নাথবাটী মৌজায় (জে.এল-২৩৭) ৬৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১৩৯৭, ১৩৯৯, ১৪০৯, ১৫০১ নং দাগে মোট ০.২৬ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B. L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.- F/423/652/2017

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী দেবাশীষ লাহা ও ২)কুমারী শিখা লাহা**, উভয়ের পিতা ৺অনিল কুমার লাহা, উভয়ের সাকিম ইলিপুর, হরিপাল, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগন বিগত ইং ২০/০৭/২০০০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-6/2000 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী নন্দী** স্বামী শ্রী প্রবীর কুমার নন্দী, সাকিম উদয়নারায়নপুর, হাওড়া) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি, সম্পত্তির অপর শরিক গীতা রানী লাহা মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ২৯/০৭/২০০৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1353/2005 নং দলিল মূলে **আবুল কাসেম মল্লিক** পিতা আবুল কালাম মল্লিক, সাকিম পূর্ব মল্লিকপুর, ইলাহিপুর, হরিপাল, হুগলী মহাশয়কে ১৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>**তপশীল**</u>- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা পূর্ব মল্লিকপুর, জে.এল নং ১৩০, হাল এল.আর. ৯ নং কৃষি খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল আর ২৯০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯৮ শতক তন্মধ্যে ১৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে (আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং অপর শরিক যৌথ ভাবে) বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **আবুল কাসেম মল্লিক** পিতা আবুল কালাম মল্লিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী নন্দী** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী মালা সোম** স্বামী ৺রবীন্দ্রনাথ সোম, পিতা ৺সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ, সাকিম বি ৯/৭, রেন্টাল হাউসিং এস্টেট, রিষড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২৪৮ ও **২)শ্রীমতী মিতা মিত্র** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র, পিতা ৺সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ, সাকিম ই.এন.-২০/৬, বি.টি.পি.এস. টাউনশিপ, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২০০৪ সালে A.R.A. কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1728/2004 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সলিল কুমার ঘোষ**, পিতা ৺সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ, সাকিম ৯/১বি, ষষ্ঠীতলা রোড, নারকেল ডাঙ্গা মেন রোড, কোলকাতা-৭০০০১১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রী সোমেন্দ্র নাথ ঘোষ ওরফে সোমেন ঘোষ** পিতা ৺সুশীল কুমার ঘোষ, সাকিম ১০৫ ব্রহ্মপুর, বাদামতলা, ব্রহ্মপুর, বাঁশদ্রোনী, কোলকাতা-৭০০০৯৬ মহাশয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ২০/০৪/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4043/2016 নং দলিল মূলে ১)উত্তম কুমার সুরুল, ২)অনুপ কুমার সুরুল ও ৩)অসিত কুমার সুরুল, সকলের পিতা মুক্ত চরন সুরুল, সকলের সাকিম মাজিনান, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০২ মহাশয়গণকে ২৬.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>**তপশীল**</u>- জেলা হুগলী, থানা সাবেক ধনিয়াখালী হাল গুড়াপ, মৌজা মাজিনান, জে.এল নং ১৬২, হাল এল.আর. ১৪৬ ও ১৬৪ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ৩১৯ তথা হাল এল আর ৩৩৬ নং দাগে পুকুরপাড়, ষোল আনায় ০.05 একর তন্মধ্যে অবিভক্ত ০.৫০০০ অংশে ০.০২৫ একর বা ২.৫ শতক ও ২)সাবেক ৩১৯ তথা হাল এল আর ৩৩৭ নং দাগে পুকুর, ষোল আনায় ০.৪৮ একর তন্মধ্যে অবিভক্ত ০.৫০০০ অংশে ০.২৪ একর বা ২৪ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ানে, দুইটি দাগে মোট ০.২৬৫ একর বা ২৬.৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে (আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং অপর শরিক যৌথ ভাবে) বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)উত্তম কুমার সুরুল, ২)অনুপ কুমার সুরুল ও ৩)অসিত কুমার সুরুল**, সকলের পিতা মুক্ত চরন সুরুল, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী সলিল কুমার ঘোষ** (আমমোক্তার)

LEGAL NOTICE

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল A) পিঙ্কু ধুঁয়া, স্বামী- শ্রী তাপস ধুঁয়া সাকিম বাগডাঙ্গরা, জগারডাঙ্গা, গোয়ালতোড়, পশ্চিম মেদিনীপুর B) উত্তম কুমার পরামানিক, পিতা- কমলাকান্ত পরামানিক সাকিম বিক্রমপুর, সিমলাপাল, বাঁকুড়া। গত ২১/০৮/২০১৪ বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ২১১০/১৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) স্বপন কুমার শীট, পিতা- শক্তিপদ শীট ২) যমুনা পাল, স্বামী- মথুর চন্দ্র পাল ৩) তপন কুমার শীট, পিতা- 'শক্তিপদ শীট ৪) মীরা নন্দী, স্বামী- নাড়ু গোপাল নন্দী ৫) সন্ধ্যা শীট, স্বামী- মদন চন্দ্র শীট ৬) গৌরাঙ্গ শীট, পিতা- মদন চন্দ্র শীট ৭) শ্রীমত্যা রাণু শীট, স্বামী 'মানিক চন্দ্র শীট সর্ব্ব সাকিম বাঁশি, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া। উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার তরুন কুমার নায়ক, পিতা রাজীব লোচন নায়ক সাকিম তালডাংরা, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ১০৮/২০১৪ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, দধিমুখা মৌজায় (জে.এল-১৮৯) ৮২২, ৮২৭, ৮২৮ ও ৮২৯ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৩৭৮ নং দাগে মোট ০.০৪৯৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.- F/423/652/2017

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

আমি অ্যাডভোকেট শ্রুতি লাহিড়ী, হাই কোর্ট কোলকাতা। আমার মক্কেল শ্রী কাজল মৌলিক, পিতা কিশোরীলাল মৌলিকের শ্রীরামপুর রেজিস্ট্রি অফিসের ১৬.০৮.১৯৮৫ সালে রেজিস্ট্রি কৃত ৪৪০৫ নম্বর দলিল টি গত ১৩.০৬.২০২৫ তারিখে বাড়ি পরিবর্তন করার সময় হারিয়ে যায়। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুজে পান তাহলে দয়া করে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

কাজল মৌলিক
৪০৩ নতুন গ্রাম হরির মাঠ,
রিষড়া হুগলী, (পোষ্ট মোড়পুকুর)
পিন- ৭১২২৫০, পঃ বঃ
ফোনঃ- ৭০০৩২৭৩৮৪৭

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

<u>A2Advantage Ad Agency,</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

<u>পুরুলিয়া</u>
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

<u>হাওড়া</u>
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

<u>বালি ফটোকপি সার্ভিস,</u>
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

<u>বর্ধমান</u>

<u>স্টুডিও তানিয়া,</u>
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

ছক কষেই নির্যাতন ছাত্রীকে!

■ প্রথম পাতার পর

অংশে ক্ষত পাওয়া গিয়েছে। বুক ও ঘাড়ের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত রয়েছে। সর্বোপরি যৌন নির্যাতনের যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে নির্যাতিতার শরীর থেকে। এমনটাই খবর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে। এর পাশাপাশি, হকি স্টিক, পোশাক-সহ বিভিন্ন বাজেয়াপ্ত জিনিস এদিন পাঠানো হয় ফরেনসিক পরীক্ষার জন্যএ। অন্যদিকে, সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, পুলিশের জেরায় মনোজিতের দুই শাগরেদ প্রমিত ও জায়েব বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি দিয়েছে। স্বীকারোক্তিতে তারা জানিয়েছে, পরিকল্পনা করেই ছাত্রীর উপর যৌন নির্যাতন। ঘটনার দিন দুয়েক আগেই পরিকল্পনা করে মনোজিৎ। পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, একা মনোজিতের মোবাইল নয়, দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজে ছাত্রীর নির্যাতনের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল দু-দু'টি মোবাইলে। এদিকে সোমবার কসবা কাণ্ডের জেরে কলেজের অস্থায়ী কর্মীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে মনোজিৎ মিশ্রকে। অভিযুক্ত দুই ছাত্রকেও বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষাদপ্তর। ইতিমধ্যে তিনজনই গ্রেপ্তার হয়েছে।

এসবের মধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকছে কসবার আইন কলেজ। কলেজের ওয়েবসাইটে সে সংক্রান্ত নোটিস দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আপাতত গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে সমস্ত বিএ.এলএলবি ও এলএল.এম ক্লাস বন্ধ থাকবে। কলেজ চত্বরে কোনও পড়ুয়া প্রবেশ করতে পারবেন না। পরবর্তী নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে কলেজ। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, কলকাতার ১০ থেকে ১২টি আইন কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তনী সোমবার জড়ো হয়েছিলেন কসবায়। দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কসবা থানা থেকে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ পর্যন্ত হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করেন তাঁরা। এর পাশাপাশি উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা। উপাচার্যকে দেওয়ার জন্য একটি ডেপুটেশন তৈরি করেন তাঁরা। তবে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি বলেই জানা যাচ্ছে।

আরও ছ'মাস মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও ছয় মাসের জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে বহাল থাকছেন মনোজ পন্থ। সোমবারই তাঁর সরকারি কর্মজীবনের নির্ধারিত শেষ দিন ছিল। কিন্তু নবান্ন থেকে পাঠানো প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে কেন্দ্র তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে। প্রশাসনিক স্তরেই এই সিদ্ধান্তকে রাজ্যের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৪ সালের অগস্ট মাসে মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৯১ ব্যাচের আইএএস অফিসার মনোজ পন্থ। এরপর থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোয় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের তিনি মুখ্য চালক হয়ে উঠেছেন। তবে তাঁর অবসর ঘনিয়ে আসায় গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নবান্নে শুরু হয়েছিল জল্পনা; কে হচ্ছেন রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যসচিব? এই দৌড়ে প্রথম সারিতে ছিলেন দুই বর্ষীয়ান আইএএস অফিসার; বর্তমান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিবেক কুমার (১৯৯০ ব্যাচ) এবং বর্তমান অর্থ সচিব প্রভাতকুমার মিশ্র (১৯৯৩ ব্যাচ)। উল্লেখ্য, প্রভাত মিশ্রকে নিয়েও এর আগেও মুখ্যসচিব নিয়োগ ঘিরে জট তৈরি হয়েছিল। ২০২৩ সালে মনোজ পন্থের পূর্বসূরি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসরের পরে প্রভাত মিশ্রের নামে মুখ্যসচিব পদে বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও পরে তা বাতিল করে মনোজ পন্থের নাম ঘোষণা করা হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ জুলাই ২০২৫, ১৬ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার

ধর্ষণ-কাণ্ডে প্রতিবাদে মুখর আইন পড়ুয়ারা, সামিল প্রাক্তনীরাও

ক্লাস সাসপেনশনের নোটিসে কপালে হাত কলেজ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবার কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার ১০ থেকে ১২টি আইন কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তনী সোমবার জড়ো হয়েছিলেন কসবায়। এই বিক্ষোভ মিছিলে দেখা গেছে আইনের ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তনীদের মুখ। কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরাও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেন। দাবি একটাই, ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে নিরাপত্তা। দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কসবা থানা থেকে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ পর্যন্ত হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করেন তাঁরা। এর পাশাপাশি উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা। উপাচার্যকে দেওয়ার জন্য একটি ডেপুটেশন তৈরি করেন তাঁরা। তবে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি বলেই জানা যাচ্ছে।

এদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস সাসপেনশনের নোটিসে কপালে হাত কলেজ পড়ুয়াদের। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলেছে, এই প্রতিবাদের কথা জানতেই মনোজিতের গ্যাং প্রতিবাদ আন্দোলনের সংগঠক পড়ুয়াদের ধরে ধরে হুমকি দিতে শুরু করে। যদিও হুমকি মুখে একজোট হয়ে পাল্টা প্রতিবাদ করেছেন ওই পড়ুয়ারা। এত বড় ঘটনা ঘটার পরেও কী ভাবে মনোজিতের গ্যাং হুমকি দেওয়ার সাহস পাচ্ছে, কে সেই সাহস জোগাচ্ছে; এই সব নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন উঠছে ক্যাম্পাসের মধ্যেই। তবে এ ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস সাসপেনশনের বিজ্ঞপ্তিতে, তাঁদের পড়াশোনার ভবিষ্যৎ কী, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। তবে কলেজের পড়ুয়াদের বিরাট এক অংশের দাবি, কলেজের রেপুটেশন কম্প্রোমাইজড। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, 'কলেজের ভেতর অজস্র লোক আই কার্ড ছাড়া ঢুকত।'

মুষলধারে বৃষ্টি নামায় শহর কলকাতায় ফের জলযন্ত্রণা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তাহের শুরুতেই দুর্যোগ রাজ্যজুড়ে। সোমবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় শহর কলকাতায় ফের ফুটে ওঠে জলযন্ত্রণার ছবি। বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ, অফিসযাত্রী থেকে পড়ুয়া। সকালের রাস্তায় বাস, ট্রেন এবং অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সবাই। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাস, বেহালা, বাগুইআটি, লেকটাউন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুরসভা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ জল জমা এলাকায় পাম্প বসিয়ে জল সরানোর কাজও শুরু করে। কলকাতা, হাওড়া ও বর্ধমানের বেশ কিছু স্কুলে এদিন হাজিরা ছিল।

সোমবার, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানায়, এখনই বৃষ্টির থেকে রেহাই মিলছে না। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় আগামী কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ। উপকূল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থান করছে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। খুব ধীরগতিতে আগামী দু'দিনে এটি উত্তর ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের দিকে চলে যাবে। বাংলাদেশ উপকূলে নিম্নচাপের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫.৮ কিলোমিটার উপরে। আগামী দুই দিনের মধ্যে এই সিস্টেম ধীরে ধীরে উত্তর ওড়িশা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এর পাশাপাশি মৌসুমী বায়ুর সক্রিয় প্রবাহও রাজ্যে বজায় রয়েছে, যা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবে, দক্ষিণবঙ্গে দেখা যাবে মূলত মেঘলা আকাশ। আগামী সাতদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবারের পর মঙ্গলবার দিনভর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির প্রভাব কমবে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন সৌগত

শারীরিক অবস্থার এখনও তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের। রয়েছে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। তবে চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদকে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার মিন্টো পার্কের কাছে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সৌগত রায়কে। সোমবার হাসপাতালের মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়, বর্তমানে তন্দ্রাচ্ছন্ন রয়েছেন সাংসদ। তবে সাড়া দিতে পারছেন। জ্বর রয়েছে। রাইস টিউবে তাঁকে খাওয়ানো হচ্ছে। ইউরিনারি ক্যাথেটার ব্যবহার করা হচ্ছে। তরল বা গলা জাতীয় খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। চিকিৎসক মনোজ সাহার তত্ত্বাবধানে রয়েছে তিনি। এর পাশাপাশি ওই বেসরকারি হাসপাতালের তরফ থেকে এও জানানো হয়, টাইপ-টু ডায়াবেটিসে ভুগছেন তিনি। সঙ্গে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ এবং সর্দি কাশির সমস্যাও। রয়েছে প্রস্রাবের সমস্যাও। এদিকে কয়েক মাস আগেই তাঁর বুকে পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গত সপ্তাহের রবিবার হাসপাতালে ভর্তির পরই তাঁর মাথায় সিটি স্ক্যান করা হয়। তবে সেদিন তাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সমস্যা ধরা পড়েনি। প্রসঙ্গত, গত ৩০ এপ্রিল আড়িয়াদহের বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরের উদ্বোধনে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সৌগত।

গোলপার্কের আবাসনে আগুন

দক্ষিণ কলকাতার ব্যস্ত জনপদ গোলপার্কের এক আবাসনে সোমবার সকালে আচমকা আগুন লেগে যায়। ঘটনাটি ঘটে বালিগঞ্জের একটি বহুতলের নিচতলায়, যেখানে থাকা মিটার বক্স থেকে হঠাৎই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সময় সকাল সাড়ে সাতটা। ঘটনাস্থল গোলপার্কের অটো স্ট্যান্ড থেকে মাত্র এক মিনিটের দূরত্বে। প্রত্যক্ষদর্শী দীনবন্ধু মাল জানান, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। প্রথমে কেউ এগোচ্ছিল না। আমি নিজেই ১০১ ডায়াল করি, ফোন লাগছিল না। পরে দমকল অফিসে গিয়ে সরাসরি জানালে তৎক্ষণাৎ দমকলের গাড়ি আসে।

একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুন নিভলেও প্রায় এক ঘণ্টা ধোঁয়া বেরোতে থাকে। বৃষ্টির কারণে গলিতে জল জমে থাকায় দমকল কর্মীদের আগুন নেভাতে সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বিদ্যুৎ দপ্তর। তবু শর্ট সার্কিটের আশঙ্কায় দমকল সদস্যরা পুরোপুরি ভিতরে ঢুকতে পারছিলেন না। দমকল আধিকারিক জাভেদ খান বলেন, ঠিক সময়ে খবর পেয়ে আমরা পৌঁছে যাই। না-হলে বড় বিপদ হতে পারত। সৌভাগ্যবশত, বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন।

মেট্রোর লাইনে জল, সপ্তাহের শুরুতেই নাকাল যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টির জেরে জল জমে মেট্রোর লাইনে, যার জেরে সোমবার সকাল থেকে বড়সড় বিপর্যয় শহরের অন্যতম প্রধান গণপরিবহণে। গিরিশ পার্ক থেকে ময়দান পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ। অফিসযাত্রী-সহ নিত্য যাত্রীদের পোহাতে হল প্রবল ভোগান্তি। রবিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির ফলে মেট্রোর সেন্ট্রাল ড্রেন জলে ভরে যায়। চাঁদনি চক স্টেশনের সামনে রীতিমতো জলমগ্ন অবস্থা। মেট্রো সূত্রে খবর, সেন্ট্রাল ও চাঁদনি চক স্টেশনের মাঝামাঝি অংশে লাইনের উপর জল জমেছে। পাইপ বসিয়ে জল সরানো হয়। সকাল ১১টা নাগাদ দীর্ঘ দু'ঘণ্টা পর ফের মেট্রো পরিষেবা চালু হয়। তবে গিরিশ পার্ক থেকে দক্ষিণেশ্বর ও ময়দান থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো ট্রেন চলাচল করে। মাঝের রুট বন্ধ থাকায় গিরিশ পার্কে যাত্রীদের ভিড় উপচে পড়ে। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে সমস্যাটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এদিকে, শুধুমাত্র মেট্রো নয়, শহরের বিভিন্ন রাস্তার ছবিও প্রায় একই। মহাত্মা গান্ধি রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, কলেজ স্ট্রিট; বহু জায়গায় জল জমে রীতিমতো যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। বৃষ্টির কারণে নেমেছে তাপমাত্রা, কিন্তু বাড়ছে যাত্রীদের অসুবিধা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপ, ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমী অক্ষরেখার মিলিত প্রভাবে এই আবহাওয়া আগামী শনিবার পর্যন্ত চলবে। মোটের উপর, সপ্তাহের শুরুতেই মেট্রো বন্ধ ও রাস্তা জলমগ্ন; এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে কলকাতাবাসীর সকালে দুর্ভোগের ছাপ স্পষ্ট।

বামপন্থী আইনজীবী ও নেতাদের দ্বিচারিতার অভিযোগ তুললেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বামপন্থী আইনজীবী ও নেতাদের দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে সওয়াল করতে দেখা গেল বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আদালত অবমাননার মামলায় তিনি পেশ করেন একটি বিস্তারিত হলফনামা, যেখানে ছবি-সহ তুলে ধরা হয়েছে একাধিক বিতর্কিত ঘটনার তথ্য ও প্রমাণ।

সোমবার কুণাল ঘোষকে নিয়ে এক মামলার প্রেক্ষিতে এই হলফনামা পেশ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে তিনি স্পষ্ট জানান, যে সভা নিয়ে বিতর্ক সেখানে উপস্থিতই ছিলেন না কুণাল। এই দাবির প্রেক্ষিতে আদালতে রাখেন প্রমাণও। এর পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেন, যাদের হয়ে আদালতে সওয়াল করে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন যেমন বিকাশ ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিম-এর মতো সিপিএম ঘনিষ্ঠ আইনজীবীরা পরবর্তীকালে সেই চাকরির বিরোধিতায় তাঁরাই মামলা করেছেন। এই অবস্থানকে দ্বিচারিতা বলেও দাবি করেন কল্যাণ। সঙ্গে এও জানান, কুণাল ঘোষও এই দ্বিচারিতা নিয়েই সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেছিলেন, যা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না বলেই দাবি কল্যাণের। পাশাপাশি তাঁর দাবির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কল্যাণ এও জানান, যাঁরা নিয়মিত রাজনৈতিক ভাষণে অংশ নেন, সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন, তাঁদের জবাব দেওয়ার অধিকার একজন দলের মুখপাত্রের থাকা স্বাভাবিক। পাশাপাশি কল্যাণ এও দাবি করেন, এই মামলা 'সুয়ো মোটো' নয়। কারণ এই মামলা এক পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে, অথচ সেই আবেদন ও আইনি প্রক্রিয়ায় একাধিক ত্রুটি রয়েছে।

এর পাশাপাশি এদিন সওয়ালে সময় কল্যাণের মুখে শোনা যায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়েরও নাম। এমনকী এদিন তিনি সওয়ালের সময় প্রশ্ন তোলেন একজন বিচারপতি হিসেবে তাঁর আচরণ নিয়েও। কুণালের আদালত অবমাননার অভিযোগের প্রেক্ষিতে এদিন কল্যাণ বলেন, যেখানে প্রতিদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর-ডাকাত বলে আক্রমণ করছে। সেখানে রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে কুণালের কী করার আছে তাও এদিন জানতে চান কল্যাণ। আইনজীবী যদি রাজনৈতিক কথা বলেন এবং অন্য প্রতিপক্ষ দলের নেতাদের আক্রমণ করেন তাহলে কি তিনি আদালতের রক্ষাকবচ চাইতে পারেন? একইসঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে কল্যাণ আদালতে প্রশ্ন করেন, একজন প্রাক্তন বিচারপতি সমস্ত বিশ্বাস এবং আস্থা ভেঙেচুরে দিয়েছেন। চেয়ারে বসে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি বলেছিলেন 'কান ধরে তুলে নিয়ে আয়'। আর এখানেই আইনজীবী কল্যাণের প্রশ্ন, এটা একজন বিচারপতির আচরণ হতে পারে কী? এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ, বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ বেঞ্চ মামলা শুনবে।

সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের নতুন সাধারণ সম্পাদক সৃজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএফআই-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এবার সেই বাংলা আর কেরলেরই মুখ। কেরালার কোঝিকোড়ে এসএফআই-এর তিন দিনের সর্বভারতীয় সম্মেলনের শেষে রবিবার সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের নতুন সাধারণ সম্পাদক হলেন বাংলার সৃজন ভট্টাচার্য এবং সভাপতি কেরালার এএম সাজি। আর এমন ঘটনা উস্কে দিল ১৯৭০-এর স্মৃতি। কারণ, সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বাংলার বিমান বসু, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন শ্রী ভাস্করণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বাংলার ময়ূখ বিশ্বাসের জায়গায় এসেছেন সৃজন, কেরালার ভিপি সানুর জায়গায় এলেন সাজি।

এদিকে সৃজন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। যদিও সিপিএমের একাংশের বক্তব্য, সদস্য সংখ্যার নিরিখে এসএফআই এর কেরালা ইউনিট পশ্চিমবঙ্গ শাখার থেকে অনেক শক্তিশালী। সে দিক থেকে কেরালা যদি সম্পাদক পদের জন্য জোরদার দাবি করত, তাহলে সৃজনের সম্পাদক হওয়া কঠিন হত।

কোঝিকোড়ে গত ২৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল এসএফআই এর সর্বভারতীয় সম্মেলন। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন অশীতিপর বিমান বসু, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক তথা এসএফআই-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, প্রকাশ কারাটরা। কোঝিকোড়ে এসএফআই-এর সম্মেলনের মঞ্চ এবার প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরি ও নেপাল দেবের নামে করা হয়েছিল।

শিয়ালদহ কোর্টে আরজি করের ক্রাইম সিন দেখতে যাওয়ার আর্জি নির্যাতিতার পরিবারের

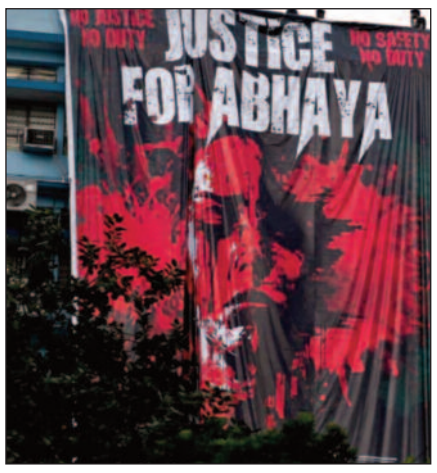

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনাস্থল অর্থাৎ ক্রাইম সিনে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে এবার শিয়ালদহ আদালতে আবেদন জানাল নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার পরিবার। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনাস্থল দেখতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল নির্যাতিতার পরিবার। কারণ, বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আরজি করের নির্যাতিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে জানিয়েছিলেন, এ বিষয়ে নিম্ন আদালতে আবেদন করতে। একইসঙ্গে হাইকোর্টের এ নির্দেশও ছিল, নিম্ন আদালতের এই বিষয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়া, বিচারপতি ঘোষ এও জানান, অনুমতি দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে কত জন উপস্থিত থাকতে পারবেন, তাও জানাবে শিয়ালদহ আদালত।

হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সোমবার শিয়ালদহ কোর্টের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার বাবা মা ও তাঁদের আইনিজীবী। আদালতের কাছে আবেদন জানাননো হয়, তাঁরা ঘটনাস্থল দেখতে চান। অনুমতি দেওয়া হোক। শিয়ালদহ আদালত সূত্রে খবর, নির্যাতিতার পরিবারের আবেদন গ্রহণ করেছে আদালত। আগামী সোমবার এই আবেদনের ওপর শুনানি হবে শিয়ালদহ আদালতে। প্রসঙ্গত, আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা হাইকোর্টে আবেদন করে জানিয়েছিলেন, তাঁদের আরজি কর হাসপাতালের ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। তাঁদের মেয়ের উপর যে নির্যাতন হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে একবার ঘটনাস্থলটি সরেজমিনে দেখতে চান বলেও জানান তাঁরা। এই প্রেক্ষিতেই নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি জানান, যেহেতু আরজি কর হাসপাতালের পাহারার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, তাই তাঁরা আদালতের কাছে ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুমতি চাইছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত অগস্টে আরজি কর হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে ধর্ষণ করে খুন করা হয় তরুণী চিকিৎসককে। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। এরপর তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত।

পুকুর ভরাট বন্ধের নির্দেশ

রাজারহাট রেকজয়ানি পুকুর ভরাট বন্ধের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজারহাট রেকজয়ানি পুকুরের সামনে গিয়ে আবির খেলায় মেতে উঠলেন মামলাকারি ও রাজারহাট রেকজয়ানি অধিবাসীবৃন্দ। উল্লেখ্য, ২৬ মার্চ রাতের অন্ধকারে পুলিশ পাহারায় চলছিল পুকুর ভরাটের কাজ। সেই সময় রাজারহাট এলাকার সাধারণ মানুষ সোচ্চার হন। পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তারা। সংবাদমাধ্যম ঘটনাস্থলে গেলে ক্যামেরা দেখে পালিয়ে যায় রাজারহাট থানার পুলিশ ও পুকুর ভরাটে যুক্ত সংস্থার আধিকারিকরা। সেই রাতে বন্ধ হয় কাজ। এরপরেও একাধিকবার জলাশয়ে ভরাট করার কাজ শুরু হয়, কিন্তু এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়ে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয় সংস্থা। পরে এলাকার একাংশ মানুষ হাইকোর্টে মামলা করেন পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে। তারপরই আদালতের নির্দেশ পুকুর ভরাট বন্ধের।

তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগে বিতর্ক, শপথ নিলেন ডিজির স্ত্রী ও তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ: সোমবার রাজ্যের তথ্য কমিশনার পদে শপথ নিলেন দু'জন; প্রাক্তন আইআরএস অফিসার সঞ্চিতা কুমার সান্যাল ও তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মৃগাঙ্ক মাহাতো। রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান। তবে নিয়োগ নিয়েই বিতর্ক তুঙ্গে। সঞ্চিতা কুমার সান্যাল রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের স্ত্রী। ইতিমধ্যেই রাজীব কুমারকে নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। ফলে তাঁর স্ত্রীকে এই পদে বসানো নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। অন্যদিকে, মৃগাঙ্ক মাহাতো ২০১৪ সালে তৃণমূলের টিকিটে পুরুলিয়া থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মমতা ব্যানার্জি এখন ফ্যাসিস্টবাদী রাজনীতির নায়ক: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেআইনিভাবে স্থায়ীকরণ, জিএসটি চুরি, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ-সহ একাধিক ইস্যুতে সোমবার জগদ্দলের নিউ কর্ড রোডের শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানার গেটে সভার ডাক দিয়েছিল বিজেপি সমর্থিত 'এক্সাইড ফ্যাক্টরি পার্মানেন্ট মজদুর ইউনিয়ন'। সভার আয়োজকদের দাবি, জগদ্দল থানার তরফে রবিবার সভার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক্সাইড কর্তৃপক্ষের তরফে 'অনুমোদিত সভা' আখ্যা দিয়ে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওইদিন রাতেই পুলিশের তরফে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সভা করতে নিষেধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শেষ মুহূর্তে সভা বানচাল হয়ে যাওয়ায় বেজায় ক্ষুব্ধ ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। সোমবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং দাবি করেন, 'মমতা ব্যানার্জি এখন ফ্যাসিস্টবাদী রাজনীতির নায়ক হয়েছেন। ওনার যদি পছন্দ না হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেউই আন্দোলন করতে পারবে না। তাঁর সংযোজন, কসবায় আইন কলেজের ছাত্রীকে 'গণধর্ষণ' করা হল। সেই ঘটনায় তৃণমূলের নেতারা জড়িত। মূল অভিযুক্ত যিনি তাঁকে মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর ভাইপো সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শ্রমিক নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, সারা বাংলায় জুটমিল-সহ কিছু কলকারখানা যেগুলো এখনও চলছে। সেখানে ঠিকাদারি রাজ চালু হয়েছে। আসলে মমতা ব্যানার্জির কাছে টাকা পৌঁছে দিলে সব কিছু মাফ হয়ে যায়। তাঁর অভিযোগ, এক্সাইড কারখানায় জিএসটি চুরি করা হচ্ছে। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে। অথচ বহু বছর ধরে কর্মরত ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না। শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, বহুদিন ধরে বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়নের মান্যতা আটকে দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে ইউনিয়ন অফিসের ঠিকানা নাকি ভুল। তাছাড়া 'এক্সাইড ফ্যাক্টরি পার্মানেন্ট মজদুর ইউনিয়ন'কেও মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। আসলে বাংলায় আইন কানুন কিছুই মানা হয় না। এদিন প্রাক্তন সাংসদ বলেন, বেআইনিভাবে স্থায়ীকরণ, দূষণ-সহ একাধিক ইস্যুতে শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানার গেটে তাঁদের সভা করার কথা ছিল। কিন্তু সেই সভা শেষ মুহূর্তে বানচাল করে দেওয়া হল। তাঁর বক্তব্য, গেট মিটিং করতে কোনওদিন কারখানা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয় না। যেহেতু পূর্ত দপ্তরের জায়গায় মিটিং করা হয়। সেহেতু নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের অনুমতি নিতে হয়। যদিও সভা করার ক্ষেত্রে পুলিশের অনুমতি ছিল। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই গেট মিটিং আটকে দিল। অনুমতি বাতিলের বিষয়ে পুলিশ একদম শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন। কিন্তু হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই তাঁরা ওই কারখানার গেটে মিটিং করবেন বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিলেন শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। এই বিষয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, সভার অনুমতি কারখানা কর্তৃপক্ষ দিয়েছিল। আবার কর্তৃপক্ষ অনুমতি বাতিল করে দিয়েছে। এখানে তো তৃণমূলের কোনও ভূমিকা নেই। কারখানা থেকে দূষণ ছড়ানো নিয়ে উপ-পুরপ্রধান বলেন, দূষণ দেখার জন্য তো 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' আছে। এক্ষেত্রে তৃণমূল ইউনিয়নের কোনও ভূমিকা নেই।

সম্পাদকীয়

রক্তের স্বাদ পেয়ে মনোজিৎরা এখন ‘বাঘ’, নিয়ন্ত্রণ আদৌ কি সম্ভব?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় ফের একবার কলঙ্কিত হল রাজ্যের শিক্ষাঙ্গন, আমাদের বড় গর্বের জায়গা। বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন ‘হোয়াট বেঙ্গল থিংক্স টুডে, ইন্ডিয়া থিংক্স টুমরো’। কথায় কথায় আমরা এসব আওড়াই। কিন্তু এসব এখন শব্দ হয়ে রয়ে গিয়েছে। বাস্তব হল, বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গণের আজ বেহাল দশা। গর্ব তো দূর, যা প্রতিদিনই লজ্জিত করছে আমাদের। সরকারি হাসপাতালের মধ্যে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুন। আইন কলেজের মধ্যে পড়ুয়াকে ধর্ষণ। গন্ডগ্রাম নয়, দুটি ঘটনাই খাস কলকাতা শহরের। যে শহরের নারী নিরাপত্তা দেশের মধ্যে কত ভালো সকাল-সন্ধে তার ফিরিস্তি দেন শাসকদলের মাতব্বররা। এ হেন দুটি ঘটনার পরও ক্যামেরার সামনে নির্লজ্জ সাফাই দিচ্ছেন তাঁরা। পুলিশ কত তৎপর, ক’জন, কত দ্রুত গ্রেফতার হল, চলছে তার ফিরিস্তি। কিন্তু একটা সরকারি কলেজের মধ্যে পড়ুয়ারা মিলে একজনকে ধর্ষণ করছে, এতটা বেপরোয়া, এতটা সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে? সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে চিকিৎসককে ধর্ষণ করে, খুন করে বেমালুম কেউ চলে যাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না! কসবার ঘটনার পর শিরোনামে এখন ছাত্র নির্বাচন। যে পাঠ রাজ্য থেকে তুলেই দিয়েছে মমতার সরকার। ২০১৭ সালে শেষবার ভোট হয়েছিল। খিদিরপুরের হরিমোহন ঘোষ কলেজের সেই নির্বাচনের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। তারপর থেকেই বন্ধ নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মধ্যেই ডেডলাইন দেন, বছর ঘুরে যায়, দিন আর আসে না। ফলে কলেজগুলোতে ছাত্র নামধারী লুম্পেনদের দাপট চলতে থাকে। বাইরে থেকে আসা পড়ুয়ারা ভয়ে কাঁটা, এই সব ‘বুড়ো’ ছাত্রনেতাদের ভয়ে। এদের মাথায় শাসক দলের স্থানীয় কাউন্সিলর, বিধায়ক, সাংসদদের হাত। তাই চোখ বোজা কলেজ প্রশাসনেরও। এভাবেই চলবে? কতদিন? এই সব আধ বুড়ো ছাত্রনেতারাই এখন তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ। এলাকা দখল থেকে কলেজে ভর্তির বখরার ভাগ হাতে রাখতে এতদিন এদের লালন পালন করা হয়েছে, এখন সামলানো কি এতই সোজা? বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে!!

শব্দবাণ-৩১৭

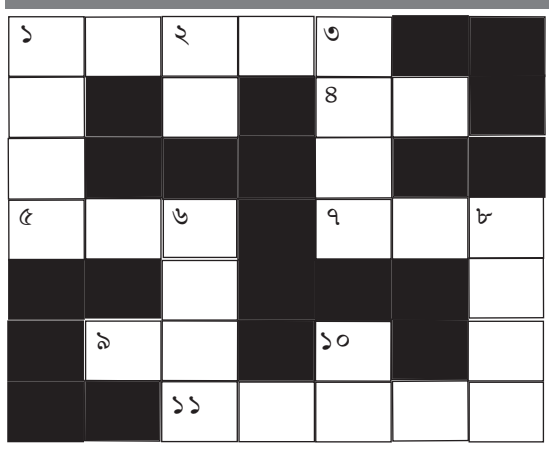

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বাজপড়া ৪. ঘরের চালের মটকা ৫. জ্ঞান ৭. মুক্তি, রেহাই ৯. — বাকি যতদিন লেখাপড়া ততদিন ১১. অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখো।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চকচকে ও গাঢ় ২. নিপুণ ৩. উপকূলের সীমারেখা ৬. অক্ষম,অনুপযুক্ত ৮. গভর্নমেন্ট ১০. অ-মসৃণ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৬

পাশাপাশি: ১. বিসংগত ৩. সদন ৫.হাজারি ৭. ইগল ৮. রক্ষণ ১০. মায়াকানন।

উপর-নীচ: ১. বিপদ ২. গরহাজির ৩. সবাই ৪.নস্টালজিয়া ৬. রিঙ্গণ ৯. ক্ষণন।

জন্মদিন

আজকের দিন

বেঙ্কাইয়া নাইডু

১৯৩৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দুরাই মুরাগনের জন্মদিন।*
১৯৪৯ *ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুরলী বিজয়ের জন্মদিন।*

পয়লা জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম জয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিশেষ

প্রথম জীবনে ট্যাক্সি চালাতেন বিধানচন্দ্র রায়

সিদ্ধার্থ সিংহ

ঠাকুমা নাম রেখেছিলেন ভজন। আর তাঁর অন্নপ্রাশনের দিনে ভাল নামকরণের সময় হাজির ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন।

সেই কেশবচন্দ্র সেনের ‘নববিধান’ বইটির নামে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর বাবা প্রকাশচন্দ্র রায় ‘নব’ শব্দটি বাদ দিয়ে তাঁর নাম রাখলেন--- বিধান।

ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে বিধানচন্দ্রের কখনওই ছিল না। তিনি প্রথমত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির ফর্মের জন্যই আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সংশয় ছিল, যদি কোনও কারণে ওখানে ভর্তি হতে না পারেন! তাই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশাপাশি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও ফর্মের জন্য আবেদন করেছিলেন। ডাক্তারির ফর্মটা আগে আসায় উনি ওটাই পূরণ করে পাঠিয়ে দিলেন। পরে অবশ্য শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফর্মটাও এসেছিল, কিন্তু যেহেতু ওটা পরে এসেছিল তাই ওটায় আর আবেদনই করলেন না।

থাকতেন মেডিকেল কলেজের খুবই কাছে কলেজ স্ট্রিট ওয়াই এম সি এ-তে। অর্থাভাব প্রবল, তাই মাস্টারমশাইরা বিধানচন্দ্রকে অবসর সময়ে পয়সাওয়ালা রোগীদের বাড়িতে মেল নার্স হবার সুযোগ করে দিতেন। রোগীর বাড়িতে বারো ঘণ্টা ডিউটি করলেই পারিশ্রমিক মিলত আট টাকা।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, কলকাতার সব চেয়ে বিখ্যাত ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম কী? তা হলে চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় একটাই নাম--- ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। কারণ, প্র্যাকটিস জমাবার প্রথম দিকে তিনি যে কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসেবে পার্ট টাইম কাজ করতেন এটা হয়তো অনেকেই জানেন না। ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিলেন বলেই হয়তো গাড়ির চালক এবং মালিক হিসেবে মোটরগাড়ি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল আজীবন।

যাঁর চিকিৎসাখ্যাতি একদিন কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তিনি কিন্তু কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এমবি পরীক্ষায় পাসই করতে পারেননি। ফেল করেছিলেন। আবার তিনিই মাত্র ১২০০ টাকা সম্বল করে বিলেতে গিয়ে দু’বছরে মেডিসিন ও সার্জারির চূড়ান্ত সম্মান এম আর সি পি এবং এফ আর সি এস প্রায় একই সঙ্গে অর্জন করেছিলেন।

তখন ইংরেজ আমল। ফলে এ দেশের লোককে তখনকার সাহেবসুবোরা যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, অপমান করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের দেশবাসীদের কাছ থেকে বিধানচন্দ্র রায়কে যে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, তা ভাবা যায় না।

তাঁর চরিত্র নিয়ে সর্বত্র দেওয়াল লিখন হয়েছে। রাজ্য স্তার মধ্যে তাঁকে ঘিরে ধরে কুৎসিত গালাগালি করা হয়েছে, এমনকী টানাহেঁচড়া, ধস্তাধস্তি করে তাঁর জামাকাপড় পর্যন্ত ছিঁড়ে অপদস্থ করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। এবং যিনি দেশের জন্য একের পর এক সম্পত্তি বন্ধক দিয়েছেন অথবা বিক্রি করেছেন, তাঁকে চোর বলা হয়েছে এবং সরকারকে ঠকিয়েছেন বলেও কুৎসা রটানো হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে আঘাত পেলেও ডাক্তার রায় কিন্তু কখনও বিচলিত হতেন না। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, ‘তোমার সাধ্য মতো চেষ্টা করো এবং বাকিটা ভগবানের উপর ছেড়ে দাও।’ আবার কখনও কখনও মেডিক্যাল কলেজের প্রিয় মাস্টারমশাই কর্নেল লুকিসকে স্মরণ করে বলতেন, ‘হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করে হেরে যাওয়াও ভাল।’

আবার কখনও কখনও মা-বাবাকে স্মরণ করতেন, ‘মা-বাবার কাছ থেকে তিনটে জিনিস শিখেছিলাম--- স্বার্থহীন সেবা, সাম্যের ভাব এবং কখনও পরাজয়কে মেনে না নেওয়া।’

আর যাঁরা তাঁর নিন্দায় মুখর ছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি যখন মরব তখন ওই লোকগুলোই বলবে, লোকটা ভাল ছিল গো, আরও কিছু দিন বাঁচলে পারত।’

বিধানচন্দ্র যখন লাখ টাকার প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখন হাওড়া-কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁকে নিয়ে কুৎসিত ভাষায় ছড়া কাটা হত---

‘বাংলার কুলনারী হও সাবধান,
বাংলার মসনদে নলিনী বিধান।’

বিধানচন্দ্রের খুব প্রিয় বন্ধু নলিনীরঞ্জন সরকার ছিলেন আর এক আশ্চর্য বাঙালি। তাঁর নামেও দুর্নাম রটানোটা ছিল তখনকার বাঙালিদের একমাত্র কাজ।

১৯১১ সালে বিধানচন্দ্র বিলেত থেকে যখন কলকাতায় ফিরলেন, তাঁর পকেটে তখন সাকুল্যে মাত্র পাঁচ টাকা। বিলেত যাবার আগে কলকাতায় তাঁর ফি ছিল দু’টাকা।

আগে তাঁর ঠিকানা ছিল ৬৭/১ হ্যারিসন রোড। পরে দিলখুশ কেবিনের কাছে, ৮৪ হ্যারিসন রোড। সেখানে ছিলেন ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। এর পরে উঠে আসেন ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে। শোনা যায়, রোজগার বাড়ানোর জন্য তিনি তাঁর বাড়িতে রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরিও স্থাপন করেছিলেন।

মাত্র সাড়ে আট বছরের প্র্যাকটিসে তিনি এত টাকা আয় করেছিলেন যে, কলকাতার মতন ব্যয়বহুল জায়গায় প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছিলেন। যখন গাড়ি কেনা ছিল বড়লোকদের একচেটিয়া অধিকার, তখনই তিনি গাড়ির মালিক হয়েছিলেন।

তাঁর রোগীর তালিকায় কোন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন না? ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। শোনা যায়, যখন রবীন্দ্রনাথকে এক ঝলক দেখতে পারাটাই ছিল ভাগ্যের ব্যাপার, তখনও জোড়াসাঁকোর জন্য তিনি ভিজিট নিতেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণের পর দেশবন্ধুর একটা ছবি বিক্রি করে বিধানচন্দ্র কিছু টাকা তুলবার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তিকালে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি চিঠিতে লেখেন, ‘চিত্তরঞ্জনের একটা ছবি নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় কবির কাছে গিয়ে বললেন এর উপরে একটা কবিতা লিখে দিন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘ডাক্তার, এ তো প্রেসক্রিপশন করা নয় যে, কাগজ ধরলে আর চটপট করে লেখা হয়ে গেল।’

বিধানচন্দ্র বলেছিলেন, ‘বেশ অপেক্ষা করছি।’

কিন্তু না, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ছবির উপরে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন সেই অপূর্ব কবিতাটি---

’এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ / মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।’

শুধু ছবির জন্য! নাকি রবীন্দ্রনাথের লেখা এই দুটি লাইনের জন্য ওই ছবিটি এত মূল্যবান হয়ে গিয়েছিল, কে জানে!

বিধানচন্দ্র যখন কলকাতার মেয়র, সেই ১৯৩১ সালে কবিগুরুর সপ্ততি বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কবিগুরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন---

’এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে, আরোগ্যে, আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহারা প্রবর্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতিকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক, পুরবাসীর দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণ সাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক, শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি, সকল ধর্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক, এই কামনা করি।’

ডাক্তার রায়ের চিকিৎসার ব্যাপ্তির আজও কোনও মাপজোক হয়নি। কলকাতা তো বটেই, বার্মা থেকে বালুচিস্তান পর্যন্ত তাঁর ডাক্তারির দাপট ছিল।*

তাঁর সঙ্গে একমাত্র যাঁর তুলনা করা চলে, তিনি হলেন স্যার নীলরতন সরকার। যাঁর নামে শিয়ালদার কাছে এন আর এস হাসপাতাল। শোনা যায়, এই নীলরতন সরকারের মেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বিধান রায়ের। কিন্তু বিধান রায় তখন সবেমাত্র ডাক্তারি পড়ছেন। অত্যন্ত কম রোজগার। ফলে নীলরতন সরকার রাজি হননি বিধান রায়ের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে। সুতরাং সেই সম্পর্কটা আর বেশি দূর গড়ায়নি। হয়তো কল্যাণীকে পাননি বলেই বিধানচন্দ্র রায় আর বিয়েই করেননি। আজীবন অবিবাহিতই ছিলেন।

সেই না পাওয়া প্রেমিকাকে স্মরণ করেই কি আধুনিক কল্যাণী নগর তৈরি করেছিলেন তিনি? সবই জল্পনা। রটনা। লোকের মুখে মুখে ঘোরা। কিংবদন্তি তো একেই বলে!

পরে তাঁর নামডাক হওয়ায় চিকিৎসার জন্য বিধানচন্দ্রের শরণাপন্ন হতে থাকেন মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গাঁধী, জওহরলাল নেহরু, কমলা নেহরু, বল্লভভাই পটেল, ইন্দিরা গাঁধী থেকে শুরু করে কে নয়!

সব চিকিৎসকরা যেখানে হাল ছেড়ে দিতেন, সেখানে গিয়ে তিনি মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনতেন রোগীকে। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা হতো--- নিদান কালে বিধান রায়।

১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে মহাত্মা গাঁধী আঠারো বার অনশনে বসেছিলেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিধানচন্দ্র তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৩১ সালে অসুস্থ মতিলাল নেহরুকে দেখতে ডা. রায় একবার এলাহাবাদে যান। সেখানে গাঁধীও উপস্থিত। তখন গাঁধীজি দুধ আর শস্য ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র কাঁচা সব্জি খাচ্ছেন। ব্যাপারটা বিধানচন্দ্রের পছন্দ হল না। সেই সময় গাঁধীজির ওজন হ্রাস পেয়ে প্রায় ৯৯ পাউন্ডে নেমে গিয়েছিল।

বিধানচন্দ্র বললেন, আপনার ওজন অন্তত ১০৬ পাউন্ড হওয়া উচিত। অনুগত রোগীর মতো মহাত্মা গাঁধী বললেন, ‘দশ দিন সময় দাও। এই খাবার খেয়েই দেহের ওজন ১০৬ পাউন্ড করে দেব।’

হ্যাঁ, বিধানচন্দ্রকে বিস্মিত করে দিয়ে মহাত্মা গাঁধী সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন।

দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন বিধানচন্দ্র চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে। তার কিছু দিন আগে জওহরলাল নেহরু তাঁকে তারবার্তা পাঠিয়ে ইউপি-র গভর্নর হবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই মতো ভারত সম্রাটের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

তখন বিধানচন্দ্র জানালেন, চোখের চিকিৎসা সম্পূর্ণ না করে তাঁর পক্ষে দেশে ফেরা সম্ভব নয়। যখন ফিরলেন, তখন ওই পদে রয়েছেন সরোজিনী নাইডু, তাঁকে সরিয়ে বিধানচন্দ্র সেই পদে বসতে রাজি হলেন না।

গাঁধীজি রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘তুমি গভর্নর হলে না, ফলে তোমাকে ইওর এক্সেলেন্সি সম্বোধন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম।’

সুরসিক বিধানচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘আমার পদবি রায়, আপনি অবশ্যই আমাকে ‘রয়াল’ বলতে পারেন, আর আমি যেহেতু অনেকের চেয়ে লম্বা, সেহেতু আপনি আমাকে ‘রয়াল হাইনেস’ও বলতেই পারেন।’

শোনা যায়, দিল্লির এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে গভর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন বিধানচন্দ্রের ব্যাপারে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি জওহরলালকে বলেছিলেন, ‘লাট সাহেবের পদে না বসিয়ে এঁকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দিন।’

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পর ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন বিধানচন্দ্র রায় এবং তার সাত দিন পরেই দিল্লিতে সেই অশুভ শুক্রবারে* *নাথুরাম গডসের হাতে গুলিতে নিহত হন জাতীর জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

সে দিন সন্ধ্যায় নেহরু ও বিধানচন্দ্রের যে কণ্ঠস্বর রেডিওতে শোনা গিয়েছিল, তা আজও অনেকের কানে বাজে। যত দূর মনে পড়ে, ‘প্রিন্স অফ পিস’ শব্দটি সে দিনই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সেই শব্দটি আজও অনেককে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বিধানচন্দ্র যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তার আগের মাসে ডাক্তারি থেকে তিনি আয় করেছিলেন ৪২০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিজেই নিজের মাইনে ঠিক করলেন ১৪০০ টাকা। বয়স তখন ৬৫।

কাছের লোকজনদের তিনি বলতেন, ‘দশটা বছর কম হলে ভাল হতো।’ কারণ তাঁর তখন চোখের সমস্যা চলছিল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতে হতো এবং খুব লম্বা কিছু পাঠ করার ব্যাপার থাকলেই উনি সেটা এড়িয়ে যেতেন।

এই জন্যই বোধহয় নিন্দুকেরা প্রচার করেছিল, ডা. রায় বাংলার দিগ্বিজয়ী লেখকদের কোনও লেখাই পড়েন না। যদিও নামিদামি লেখকেরা সানন্দে নিজের স্বাক্ষরিত বই তাঁকে উপহার দিতেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি খুবই খাতির করতেন এবং স্বাভাবিক সৌজন্যে বলতেন, লেখার অভ্যাসটা যেন ছেড়ে দেবেন না।

কোনও কোনও লেখক তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুললেও তিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্য এবং সিনেমার মস্ত বড় উপকার করেছিলেন।

বান্ধবী বেলা সেনের কথায়, সত্যজিৎ রায়ের অসমাপ্ত ছায়াছবি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পথের পাঁচালী’ তিনি দেখেন এবং টাকার অভাবে সিনেমাটি মাঝপথে আটকে আছে দেখে, সরকারি নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই, ওই ছবিটির সরকারি প্রযোজনার ব্যবস্থা করে দেন। ‘পথের পাঁচালী’ নামটি শুনেই তাঁর মনে হয়েছিল, সম্ভবত রাস্তাঘাটের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাই তিনি রাস্তাঘাট যে সংস্থা দেখভাল করে সেই পি ডাবলিউ ডি-র ফান্ড থেকে ওই টাকা মঞ্জুর করে দেন। শোনা যায়, বিভূতিভূষণ যে তখন প্রয়াত, তিনি সেটাও জানতেন না, বইটি পড়া তো দূরের কথা।

আরও একবার তিনি বাঙালি লেখকদের উপকার করেছিলেন। লালবাজারের একটি বিশেষ বিভাগ পত্রপত্রিকা ও বাংলা বইয়ের আপত্তিকর অংশ নিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যালরা পুলিশের বিষ নজরে পড়ে গিয়েছেন বলে গুজব রটল। তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে তারাশঙ্কর ও সজনীকান্ত দাসকে ধরলেন। তার পর লেখকেরা দলবদ্ধ হয়ে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা বললেন, কবি-সাহিত্যিকদের বই অশ্লীল বলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এ কেমন কথা!

বিধানচন্দ্র বললেন, তাই নাকি, এটা তো বড় অন্যায় ব্যাপার। রুনুকে ডাকো।

হোম সেক্রেটারি আই সি এস রুনু গুপ্ত আসতেই ডা. রায় বললেন, এ কী সব তুঘলকি কাণ্ড। বিখ্যাত কবি-লেখকদের বই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করছে, অ্যারেস্টের ভয় দেখাচ্ছে। কী শুনছি এ সব?

আই সি এস রুনু বললেন, আইনের ধারা অনুযায়ী পুলিশ কাজ করছে স্যার।

বিধান রায় তাঁর কথায় আমল না দিয়ে বললেন, দরকার হলে ও সব আইনটাইন কী আছে দেখে পাল্টাতে বলো। এঁদের অসম্মান করে এবং চটিয়ে সরকার চালানো যায়?

তারাশঙ্কর ও অন্যান্য লেখকদের নিশ্চিন্ত করে তিনি জানালেন, আমি বলে দিচ্ছি, পুলিশ আপনাদের আর বিরক্ত করবে না।

তার পরে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন, ‘তুমি পুলিশকে বলে দাও, এঁদের বাদ দিয়ে সিনেমার পোস্টারে যে সব প্রায়-ল্যাংটো মেয়েদের ছবি ছাপা হয়, সেগুলো আটকাতে বলো।’

১৯৪৮ সাল থেকে বাংলার ইতিহাসের কঠিনতম সময়ে বিধানচন্দ্র রাইটার্সের লালবাড়িতে সাড়ে চোদ্দো বছর বসেছিলেন। তাঁর সেক্রেটারি সরোজ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, প্রথম দু’বছর তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছেন। জমি বিক্রি করেছেন। শেয়ার বিক্রি করেছেন। এমনকী শৈলশহর শিলংয়ের প্রিয় বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাড়িতে বিনা পয়সায় নিয়মিত রোগী দেখতেন সকাল সাতটায় এবং তার জন্য দু’জন ডাক্তারকে নিজের পয়সায় নিয়োগ করেছিলেন। ব্যক্তিগত স্টাফের মাইনে দিতেন নিজের গ্যাঁট থেকে।

ডাক্তার রায়ের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে নানা রকম গুজব রটত। তিনি নাকি প্রচুর মদ খেয়ে মাতলামি করেন এবং নন স্টপ ধূমপান করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনীকার কে পি টমাস স্পষ্ট লিখে গেছেন, তিনি ধূমপান বা মদ্যপান কোনওটাই করতেন না।

৬৫ বছর বয়সে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় যে অমানুষিক পরিশ্রম করতেন, তার কিছু বিবরণ খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর জীবনীকাররা।

ভোর পাঁচটায় উঠে গীতা ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করে, স্নান সেরে, সাড়ে ৬টায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে, দু’ঘণ্টা ধরে বিনামূল্যে ১৬ জন রোগী দেখে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতেন সবার আগে।

ব্রেকফাস্টে থাকত একটি টোস্ট, একটি ডিম, বেলপানা অথবা পাকা পেঁপে আর এক কাপ কফি। ভাল কফির সমঝদার ছিলেন তিনি। ভাল কফি পেলেই বন্ধুদের খাওয়াতেন।

কিন্তু নিজে সাধারণত বাইরে কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন না। রসিকতা করে বলতেন, হসপিটালিটি অনেক সময় হসটিলিটি হয়ে যায়।

রাইটার্সে সকাল ন’টা থেকে দশটা অবধি জরুরি ফাইল দেখতেন। তার পর সচিবদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা মিটিং-টিটিং যা থাকত করতেন।

দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা চলত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা। তার পর অ্যান্টি চেম্বারে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রাম। পরের দিকে অবশ্য অসুস্থতার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করতেন। সামান্য বিশ্রামের পরে আবার রাইটার্সে চলে আসতেন। এবং থাকতেন রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত।

তাঁর দুটি বিষয়ে ছিল ভীষণ দুর্বলতা। প্রথমটি হল, সারাদিনে বারকতক স্নান করা। আর দ্বিতীয়টি হল, সুযোগ পেলেই সবাইকে বলা, রাত ন’টার মধ্যে শুয়ে পোড়ো।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টাকা ছাড়া এই রাজ্যে কিছু হয় না: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ছাত্র ভর্তি থেকে শৌচালয়, এই রাজ্যে সবকিছুতেই টাকা লাগে বলে রাজ্য সরকারের প্রতি তোপ দেগেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার ঝাড়গ্রামের রোহিণীতে হুল দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শহিদ সিধু-কানহু, বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনায় আদালত সিবিআই তদন্তের যে নির্দেশ দিয়েছে সেটা খুব প্রয়োজন ছিল। আমি নিজে সে কথা হাইকোর্টে বলেছিলাম। ওখানে শুধু শাহজাহান নয়, তো অনেকেই আছেন। ওদের কারও আর পালাবার জায়গা নেই।' ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ওরা এসেছেন। ওনাদের সঙ্গে আমি দেখা করব।' তিনি আরও বলেন, 'টাকা নিয়ে ভর্তি করা ও ছাত্রী ধর্ষণে এসওপি মানা হয়নি। আসলে টাকা ছাড়া এই রাজ্যে কিছু হয় না। একটা শৌচালয়ের ঘর করতে গেলেও টাকা দিতে হয়। অবশ্য সংখ্যালঘু হলে টাকা দিতে হয় না। এক, সংখ্যালঘু হলে কিনবা টাকা দিলে 'সব' হয়।'

অন্যদিকে, ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় অনির্দিষ্টকালের জন্য 'ল' কলেজ বন্ধ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শুভন্দেু অধিকারী বলেন, 'এরা সব বন্ধ করে দেবে। সামনের বছর আমরা ক্ষমতায় এলে খুলবো।' খড়্গাপুরে প্রবীণ প্রতিবাদীকে মারার ভিডিও ভাইরাল প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'যদি কোনও অভিযোগ থাকত, তাহলে থানায় গিয়ে জানানো উচিত ছিল। জুতোপেটা করার পর এখন বলছে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে। এই ঘটনা খুব লজ্জাজনক এবং খুবই জঘন্য। বাংলাদেশে যা হচ্ছে এই রাজ্যে তা-ই হচ্ছে।'

আরামবাগে হুল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সারা রাজ্য জুড়ে পালন করা হয়। সেই মতো সোমবার আরামবাগ মহকুমা জুড়ে পালিত হল হুল দিবস। এদিন গোঘাটের কামারপুকুরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে হুল দিবস পালন করা হল। সকালে সাঁওতাল বিদ্রোহের শহিদ সিধু-কানহু'র স্মরণে কামারপুকুর অঞ্চল কমিটি ও গোঘাট মুলুক কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা ও সিধু কানহু'র মূর্তিতে মাল্যদান করে দিনটি পালিত হল। এদিন কামারপুকুর চটি থেকে ডাকবাংলো পর্যন্ত একটি পদযাত্রা বের হয়। হুল দিবসে সামিল ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি স্বপন নন্দী।

হীরাখুনি সিধু কানহু কমিটির পরিচালনায় অমর শহিদ সিধু কানহুর স্মরণে হুল দিবস উদযাপন হল রাজনগরের হীরাখুনিতে। এই উপলক্ষে ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এদিন সিধু কানহুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী এবং রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু-সহ অন্যান্যরা।

বাঁকুড়ায় চাকরিহারা শিক্ষকদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আদালতের রায়ে চাকরি হারানো স্কুল শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে বাঁকুড়ায় প্রতিবাদ মিছিল করল চাকরিহারারা। এদিন মোট ৬ দফা দাবির সমর্থনে বাঁকুড়ার কৃষকবাজার থেকে মিছিল শুরু করা হয়। মিছিলের গন্তব্য ছিল বাঁকুড়ার ডি আই অফ স্কুল এবং জেলাশাসকের দপ্তর। প্রতিবাদী চাকরিহারাদের বক্তব্য, এই রাজ্যের প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা চাকরি দুর্নীতির সঙ্গে আপাদমস্তক যুক্ত। তাঁদের বাঁচাতেই সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর-এর মিরর ইমেজ প্রকাশ করছে না রাজ্য সরকার। অবিলম্বে ২০১৬ সালের সমস্ত পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ ও বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন ডেকে চাকরিহারাদের চাকরি ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এদিন চাকরিহারাদের সঙ্গে মিছিলে পথ হাঁটেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা। চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনিও একই দাবিতে সরব হন। তাঁর আশ্বাস, 'আগামীদিনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ও দলের অন্যান্য বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা করে স্পিকারের কাছে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব আনা হবে।'

কানাড়া ব্যাঙ্ক Canara Bank
কানাড়া ব্যাঙ্ক খড়গপুর শাখা
বিজ্ঞপ্তি
এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে শ্রী তুলসী দাস, পিতা- স্বর্গীয় কে. ইউ. এম. নাইর, কানাড়া ব্যাঙ্ক, খড়গপুর শাখা থেকে চাকরি ত্যাগ করেছেন। জানানো যাচ্ছে যে দৈনিক জমা (NND এজেন্ট) সংক্রান্ত যেকোনো দাবি ব্যাঙ্কের নজরে আনতে হবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে। ৩০ দিনের পর কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রকাশের তারিখ: ২৬.০৬.২০২৫, খড়গপুর স্বাক্ষরিত - শাখা ব্যবস্থাপক

রথের চূড়া ভেঙে দুর্ঘটনা, ডানকুনিতে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রথযাত্রার দিন হুগলিতে রথের চূড়া ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেছিল। শুক্রবারের সেই ঘটনায় ডানকুনি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কল্পনা ঠাকুরের (৩৮) মৃত্যু হল। পরিবার সূত্রের খবর, রথযাত্রার দিন আহত হওয়ার পরে কল্পনার মাথায় ছ'টি সেলাই পড়ে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পরে বাড়িতে স্বাভাবিকভাবেই কল্পনা ঘরের কাজকর্ম ও খাওয়া দাওয়া করছিলেন। শনিবার দুপুরের পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের লোকেরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও প্রাণ রক্ষা হয়নি। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহের ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তবে চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, মাথায় গুরুতর চোট লেগে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এ বিষয়ে রথযাত্রা কমিটির সভাপতি কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, আমরা ঘটনার দিন থেকেই পরিবারের পাশে রয়েছি।' ডানকুনির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দেবাশিস নন্দী বলেন, 'দুর্ঘটনার পরে দ্রুত চিকিৎসা করানো হয়। তারপরেও এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক।'

সিউড়ি সিধু কানহু প্রাঙ্গণে সোমবার হুল উৎসব উপলক্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম বিদ্রোহী সিধু-কানহুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক নীতু শুক্লা এবং বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সিনহা, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। জেলার মূল পর্বের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সাঁইথিয়ার বাগডলায়।

সন্দেশখালিতে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ, ধৃত প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ফের সন্দেশখালিতে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাট থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর তেরোর নাবালিকা ছাত্রীর বাবা-মা কর্মসূত্রে তামিলনাড়ুতে থাকেন। জেঠুর বাড়ি থেকে পড়াশোনা করত সে। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক মিজান শেখ রবিবার সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এমনকি এই কথা বাইরে জানালে নাবালিকাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ। ওই নির্যাতিতা নাবালিকা, পরিবারের সদস্যকে নিয়ে সন্দেশখালির ন্যাজাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার জোরালো অভিযোগ, এর আগেও বেশ কয়েকবার তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত নির্যাতিতা নাবালিকাকে মেডিক্যাল পরীক্ষা জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরপর বসিরহাট মহকুমা আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নাবালিকার জবানবন্দি নেওয়া হবে। অভিযুক্ত যুবক মিজান শেখকে ন্যাজাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ট্রেনের ওপর মরণ-ঝাঁপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুপুর দেড়টা নাগাদ ডানকুনি রেল স্টেশনের ৪নং প্ল্যাটফর্মের উপর ফুট ওভারব্রিজে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। সেই সময়ে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লোকাল ট্রেন ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। ট্রেনটি ঢুকতেই ফুট ওভারব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেয় ওই ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম সেখ মারুফ (৪০)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ডানকুনি থানা ও জিআরপি এসে দেহ উদ্ধার করে।

হরিপালে হুল দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১৭১তম ঐতিহাসিক হুলদিবস পালন হরিপালে। সিধু মুর্মু ও কানহু মুর্মুর স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে হরিপাল ডাকবাংলো থেকে বাসুদেবপুরে সিদু-কানহুর মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত কয়েক হাজার আদিবাসী মা, ভাই, বোনেদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডঃ করবি মান্না-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

National Board of Examination in Rehabilitation
An Adjunct Body of Rehabilitation Council of India, under Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Govt. of India

NBER-e-PRAVESH-2025 (Online Counselling for Admissions to various Certificate & Diploma Courses under National Board of Examination in Rehabilitation(NBER), New Delhi)

National Board of Examination in Rehabilitation (NBER) an adjunct body of Rehabilitation Council of India (RCI) invites online applications from the eligible candidates for admission to its various Certificate & Diploma Level Courses in Special Education and Disability Rehabilitation offered by RCI's approved Institutions/University Departments across the country.
Online admission to these Courses will be made through Centralised Online e-Counselling on the merit basis only and no entrance examination.

Eligibility conditions for admission:
- Special Education Courses (D.Ed.Spl.Ed.): Those who have passed 10+2 or equivalent with 50% of marks in any stream are eligible.
- Disability Rehabilitation Courses (D.H.L.S., D.P.O., D.R.T., D.H.A.E.M.T., D.C.E.&A.T.(VI), D.V.R.(ID), D.C.B.R.): 10+2 with PCM/PCB or its equivalent examination from a recognized Central/State Board of Education with minimum 50% marks.
- Sign Language (DTISL Course): Only for deaf candidates, 10+2 or its equivalent from a recognized Central/State Board of Education with minimum 45% marks aggregate, Certificate of Disability (Deaf), proficient receptive and productive skills in ISL.
- Refer to the respective syllabus for the eligibility criteria of the D.E.C.S.E., D.I.S.L.I., C.C.R.T., C.B.S., C.C.C.G. courses.
- Parents and Siblings of PwDs will be given preference in admission on the basis of percentage of disability with minimum 50% disability - 5 marks and maximum 10 marks for 100% disability (applicable to the first blood relation only).

Registration Fee:
Registration Fee: Rs. 500/- (Rupees Five Hundred) only for General, EWS and OBC applicants, Rs. 350/- (Rupees Three Hundred Fifty) for SC, ST, PwD applicants will be accepted only through Online mode - Debit / Credit Card/Net Banking/UPI.

Secretary, NBER | **Last Date - 12 July 2025** | ***https://rehabcouncil.in/***

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রল বैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
কাজলাগড় শাখা
গ্রাম : তিথিবাড়ি, পো. কিসমত বাজকুল
কাজলাগড়, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬৫৫
দাবি নোটিশ

প্রতি
ঋণগ্রহীতা : শ্রী গৌতম দাস, পিতা শ্রী দুখা রাজ দাস, **ঠিকানা :** গ্রাম : নারায়ণদাড়ি, পো : নারায়ণদাড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।
জামিনদাতা : শ্রী দুখা রাজ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : নারায়ণদাড়ি, পো : নারায়ণদাড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।
বিষয়- ২০০২ সালের (সারফেসি) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি দাবি নোটিশ।
নিম্নস্বাক্ষরকারী চিফ ম্যানেজারের পদাধিকার বলে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (পরবর্তীতে সারফেসি আইন হিসেবে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত হিসেবে) নিম্নোক্ত মতে আপনাদের নোটিশ ইস্যু করছেন -
আপনারা অবগত আছেন আপনাদের অনুরোধক্রমে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** (পরবর্তীতে 'ব্যাঙ্ক' হিসেবে উল্লিখিত, **কাজলাগড় শাখার** মাধ্যমে, নিম্নোক্ত শিডিউলের কলম ২ থেকে ৩ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।
উক্ত আর্থিক সহায়তা অনুমোদিত হয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অনুকূলে জামিন প্রদত্ত চুক্তি সম্পাদনের, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জামিন নথি বিস্তারিত/শিডিউল 'বি' এবং সম্পত্তির বিস্তারিত অনুযায়ী।
আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেননি এবং ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া প্রদানও করেননি সংশ্লিষ্ট অনুমোদনের নিয়ম অনুযায়ী, ফলে আপনাদের অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে **১২.০২.২০২৫ তারিখ** থেকে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সময়ে সময়ে সংশোধিত ইস্যুকৃত নির্দেশ অনুযায়ী। আপনাদের বার বার ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুরোধ করা সত্বেও আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
সংশ্লিষ্ট বকেয়ার বিস্তারিত সুবিধা যা কলম ৪ থেকে ৯-শিডিউল এ-তে বর্ণিত রয়েছে। মোট বকেয়া পরিমাণ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার অধীনে যা কলম ৪ থেকে ৯-এর শিডিউল এ-তে বর্ণিত, **৪,৫৮,৪৮৭ টাকা** যা আপনারা পরিশোধে সমুদয় পরিমাণ ব্যর্থ হয়েছেন।
ফলে আপনাদের সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ **৪,৫৮,৪৮৭ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ প্রযোজ্য হারে সুদ শিডিউল এ-তে বর্ণিত মতে **২৪.০২.২০২৫** তারিখ থেকে সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ, অন্যান্য শুল্ক আদায় হওয়া সাপেক্ষে চুক্তি মোতাবেক আইন অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
আপনারা ব্যাঙ্কের মোট বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সারফেসি আইনের এবং সংশ্লিষ্ট রুল সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা আপনাদের আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারার সংস্থান অধীনে আপনারা আইনত জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত যা শিডিউল 'বি'তে বর্ণিত মতে। কোনওভাবেই হস্তান্তর করতে পারবেন না বিক্রি অথবা অন্যভাবে ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত।
আপনাদের উক্ত সারফেসি আইনের ২৯ ধারা সংস্থান অধীনে অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের কোনরূপ লঙঘন দন্ডনীয় এবং এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা জরিমানা উভয় হতে পারে।
এই দাবি নোটিশ অন্য উপায়ন্তর ব্যতীতই ইস্যুকৃত যা ব্যাঙ্কের নিকট সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবে এবং/বা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অধিকার সমন্বিত এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির পরেও বকেয়া কিছু থাকলে তাও আপনাদের আদায় দিতে হবে।
আপনাদের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তপশিল -এ
আর্থিক সুবিধা মঞ্জুর এবং গৃহীত এর বিস্তারিত এবং বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

১.	আর্থিক সুবিধা মঞ্জুর এবং গৃহীত এর ধরন	সেন্ট ট্রেড ওডি, ১৮/১২/১৮
২.	আর্থিক সুবিধা মঞ্জুর পরিমাণ	(৪,৫,০০০ টাকা)
৩.	নোটিশের তারিখ অনুযায়ী লেজার অবশিষ্ট বকেয়ার মোট পরিমাণ	৪,৪৪,৭৩৭.৩২ টাকা।
৪.	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত লোজারে ধার্য সুদ	৩১/০১/২০২৫
৫.	জরিমানা সুদ পরিমাণ ব্যতীত, যদি কিছু থাকে, লেজারে ২৪.০২.২০২৫ তারিখে শেষ ধার্য সুদ থেকে নোটিশের তারিখ পর্যন্ত	১৩,৭৪৭.০০ টাকা নোটিশ তারিখ ২৪.০২.২০২৫
৬.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে পুঞ্জিভূত সুদের হার কলম (৬) হিসেব মতো	১০.৩০ শতাংশ
৭.	নোটিশের তারিখ পর্যন্ত জরিমানা সুদ ধার্য তারিখ থেকে পুঞ্জিভূত জরিমানা সুদ ধার্য ব্যতীত পরিমাণ	নেই
৮.	তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক এবং চার্জ, যদি কিছু থাকে, আইন/অনুমোদনের নিয়ম মোতাবেক	নেই
৯.	নোটিশের তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া পরিমাণ	৪,৫৮,৪৮৭ টাকা

তপশিল -বি
(ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত জামিন নথির বিস্তারিত)
নিম্নোক্ত সারণির কলম ২ উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তির জন্য সম্পাদিত নথির ধরন এবং তারিখ (বন্ধকী দলিল/ দায়বদ্ধ দলিল/ দলিল ইত্যাদি)। সমপরিমাণ বন্ধকীর ক্ষেত্রে, ইনাম এর বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

ক্রম	নথির নাম
১.	রেজি. **বিক্রয় দলিল নং ৬৬৮-২০১১ সালের তারিখ ০৯.০২.২০১১**, রেজি. এডিএসআর ভগবানপুর সমীপে।
২.	রেজি. **বিক্রয় দলিল নং ৪৭৮৪-২০১২ সালের , তারিখ ২২.০৮.২০১২**, রেজি. এডিএসআর ভগবানপুর সমীপে।

তপশিল - সি
(জামিনদত্ত সম্পদ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তি/দায়বদ্ধ দ্রব্যাদির বিস্তারিত)
স্থাবর সম্পদ:
১) রেজি. বিক্রয় দলিল নং ৬৬৮-২০১১ সালের, তারিখ ০৯.০২.২০১১ রেজি. এডিএসআর ভগবানপুর সমীপে। দুখারাজ দাস পিতা প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র দাস এর নামে এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৫৯ প্লট জমির পরিমাণ ১০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন, প্লট নং ৫৯৩, জেএল নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৩/১, জমির শ্রেণি-বাস্তু, মৌজা : নারায়ণদাঁড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, এবং **চৌহদ্দি** - উত্তরে : প্লট নং ৫৯৩, দক্ষিণে : কণ্টু দাস এবং অন্যান্য, পূর্বে : মাটির রাস্তা, পশ্চিমে : আশিস দাস।
২) রেজি. **বিক্রয় দলিল নং ৪৭৮৪-২০১২ সালের, তারিখ ২২.০৮.২০১২** রেজি. এডিএসআর ভগবানপুর সমীপে, **দুখারাজ দাস**, পিতা প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র দাস এর নামে, এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এবং প্লট জমির পরিমাণ ৪.২৮৬ ডেসিমেল, প্লট নং ৫৯৩, জেএল নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৩/১, মৌজা : নারায়ণদাঁড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ৫৯৩, দক্ষিণে : কণ্টু দাস এবং অন্যান্য, পূর্বে : মাটির রাস্তা, পশ্চিমে : আশিস দাস।
তারিখ : ২৪.০২.২০২৫
ব্রজেশ কুমার (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Chola
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে, ২০০২ সালের ধারা ১৩(২) অধীনে নিম্নোক্ত দাবি নোটিশের তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে (নাম এবং ঠিকানা নিচে বর্ণিত) এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	লোন এ/সি নং এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	লোন এ/সি নং **HL09KRN000063513** শ্রী/শ্রীমতি দীপঙ্কর বিশ্বাস শ্রী/শ্রীমতি মল্লিকা বিশ্বাস **উভয়ের সাকিন :** চাঁদমারি পি, চাঁদমারি চাকদহ নদিয়া, উত্তর চাঁদমারি প্রাই স্কুল, চাকদহ, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪১২৪৫। **উভয়ের আরও ঠিকানা :** মৌজা : চাঁদমারি, জেএল নং ৭৮, তৌজি নং ১২,আরএস খতিয়ান নং ৩৬৯, এলআর খতিয়ান নং ১১৬২, আরএস দাগ নং ১০৫, এলআর দাগ নং ১৭৬, গ্রাম চাঁদমারি, পো : চাঁদমারি, পো : চাঁদমারি, থানা : কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন : ৭৪১২৪৫, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১৮.০৪.২০২৫	২০০৭৯৭৮ টাকা (কুড়ি লাখ সাত হাজার নশো আটাত্তর টাকা) ১৬.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	মৌজা চাঁদমারি, জেএল নং ৭৮, তৌজি নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ১১৬২, আরএস দাগ নং ১০৫, এলআর দাগ নং ১৭৬, গ্রাম চাঁদমারি, পো : চাঁদমারি, পো : চাঁদমারি, থানা : কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন : ৭৪১২৪৫, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ , ভারত, চৌহদ্দি : দলিল অনুযায়ী : পূর্বে : সুধাংশু বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া কাঁচা রোড, উত্তরে : সুধাংশু বিশ্বাসের জমি, দক্ষিণে : সন্তোষ বিশ্বাসের জমি, সাইট প্ল্যান অনুযায়ী, পশ্চিমে : সন্তোষ বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে : সুধাংশু বিশ্বাসের জমি, উত্তরে : ৫ ফুট চলার পথ এবং সুভাষ মন্ডলের জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া কংক্রিট সড়ক।	দখলের তারিখ - ২৭.০৬.২০২৫

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৫
স্থান - পশ্চিমবঙ্গ
অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, -৭০০০০১
দাবি নোটিশ
Ref No: IB/KOLCEN/25-26 তারিখ - ২৬.০৬.২০২৫
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ
প্রতি
১. **মেসার্স ভার্সেস অ্যাপারেলস প্রাইভেট লি,** ঠিকানা : রিজেন্ট গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক-২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (পূর্ব), পোস্ট অফিস - বামনগাছি, বারাসত, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ১২৪। **এছাড়াও ঠিকানা :** ১২৭/এ, সিআইটি রোড, স্কিম VI এম, কাঁকুড়গাছি। পোস্ট অফিস - কাঁকুড়গাছি, থানা - ফুল বাগান, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৫৪।
২. **অমিত খৈতান (মেসার্স ভারসেস অ্যাপারেলস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক),** পিতা শ্রী বিজয় প্রকাশ কাইতান, ৬ষ্ঠ তলার ফ্ল্যাট, ইউনিট নং ৩এল/বি৪, টাওয়ার ১, জি-৮ তলা ভবন যা সিলভারওক এস্টেট নামে পরিচিত, মৌজা - সালুয়া, থানা - এয়ারপোর্ট, রাজারহাট, গোপালপুর পুরসভা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৩৬।
আরও ঠিকানা : ১২৭/এ, সিআইটি রোড, স্কিম VI এম, কাঁকুড়গাছি, পো - কাঁকুড়গাছি, থানা - ফুল বাগান, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৫৪।
৩. **অজিতা খৈতান (মেসার্স ভারসেস অ্যাপারেলস প্রাইভেট লিমিটেড),** শ্রী আইনিত খৈতানের স্ত্রী, ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠ তল, ইউনিট নং ৩এল/বি৪, টাওয়ার ১, জি৮ তলা ভবন যা সিলভারওক এস্টেট নামে পরিচিত, মৌজা - সালুয়ায় অবস্থিত, থানা. - এয়ারপোর্ট, রাজারহাট, গোপালপুর পৌরসভা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৩৬। **আরও ঠিকানা :** ১২৭/এ, সিআইটি রোড, স্কিম VI এম, কাঁকুড়গাছি, পো. - কাঁকুড়গাছি, থানা - ফুল বাগান, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৫৪।
৪. **মেসার্স ম্যাটস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি রেজি অফিস :** ১৩৮, ক্যানিং স্ট্রিট, ৪র্থ তল, রুম নং ৩১৬, কলকাতা - ৭০০ ০০১। আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠ তলে, ইউনিট নং ৩এল/বি৪, টাওয়ার ১, জি-৮ তলা ভবন যা সিলভারওক এস্টেট নামে পরিচিত, মৌজা - সালুয়া, থানা - এয়ারপোর্ট, রাজারহাট, গোপালপুর পুরসভা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৩৬।

স্যার/ম্যাডাম,
বিষয় - আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ৫০২৮৫৯০৩৫৪৯ (ওসিসি), ৫৮০০০৩৫৮৩৯৬(ডব্লিউসিটিএল), ৭১২৬০৪৪০৬০ (ইন্দ জিইসিএলএস), ৭৫২১০৪৬০২৩, আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক, বেলিয়াঘাটা (আইবিজিএ-কে৭৪৩) শাখায়।
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন হলেন পরিচালক। দ্বিতীয়জন, তৃতীয়জন, চতুর্থজন এবং পঞ্চমজন হলেন জামিনদাতা সকল সময়ে। বর্তমানে আপনাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থজন হলেন বন্ধকদাতা যারা কোম্পানির সম্পদ তাদের পরিচালকের জামিন হিসেবে বন্ধক রেখেছেন প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে।
আপনাদের প্রথমজনের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা তা গ্রহণ করেছিলেন। অনুমোদিত ঋণ সুবিধাগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :

সুবিধার ধরণ	সীমা (টাকা)
MICRO-SMALL-ENT-OCC-REPO-50285903549	৫,২৫,০০,০০০.০০ টাকা
WCTL-MSME- MCLR1Y-58000358396	৩,১৫,২৫,০০০.০০ টাকা
MSME_GECLS 1.0_EXTN-REPO-7126044060	[illegible]
INLAND BG PERFORMANCE100PCT MG-7521046023	[illegible]

[illegible]

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

[Scan this QR code to view the Prospectus]

SHRI HARE-KRISHNA SPONGE IRON LIMITED

Our Company was originally incorporated as private limited company under the name of "Shri Hare-Krishna Sponge Iron Private Limited" on May 02, 2003 under the provisions of Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, West Bengal, bearing CIN No. U27109WB2003PTC096152. Further, the name of our company was changed from "Shri Hare-Krishna Sponge Iron Private Limited" to "Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited" pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal on June 20, 2007 bearing CIN U27109WB2003PLC096152.

Registered Office: Flat No 2-D, 2nd Floor, Tower No. 1, Alcove Gloria, Municipal Premises No 403/1, Dakshindari Road, VIP Road, Kolkata Sreebhumi, North 24 Parganas, West Bengal, India, 700048
Tel No: +91-9589116050; **E-mail:** cs@shkraipur.com ; **Website:** https://shkraipur.com
CIN: U27109WB2003PLC096152 ; **Contact Person:** Rashmeet Kaur, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: ANITA TRADELINKS PRIVATE LIMITED, BUXOM TREXIM PRIVATE LIMITED, MANOJ PARASRAMPURIA, MANISH PARASRAMPURIA AND ANUBHAV PARSRAMPURIA

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

Our Company is primarily engaged in the business of manufacturing and selling of Sponge Iron. Sponge Iron is mainly used as a raw material for steel production in electric arc furnaces and induction furnaces. Through our sponge iron business, we cater to the metallic requirements of steel producers in selected geographies. Our manufacturing facility is located in Siltara - Raipur, Chhattisgarh and is spread across an area of around 13.45 acres of land with an annual production capacity of 30,000 metric tonnes.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 50,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SHRI HARE-KRISHNA SPONGE IRON LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 59/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ 49/- PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 2991.30 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,58,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 59/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 152.22 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 48,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 59/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹2,839.08 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.42% AND 25.07% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS. 10/- EACH AND ISSUE PRICE IS RS. 59/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 5.9 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: RS. 59/- PER EQUITY SHARE. THE ISSUE PRICE IS 5.9 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, JUNE 23, 2025
BID / ISSUE OPENED ON: TUESDAY, JUNE 24, 2025
BID / ISSUE CLOSED ON: THURSDAY, JUNE 26, 2025

RISKS TO INVESTORS:

For details refer to section titled "Risk Factors" on page no. 25 of the Prospectus

Risk to investors summary description of key risk factors based on materiality

a) The viability of our business operations for the Steel Division is dependent on cost of power and fuel, any volatility in energy prices may result into financial stress on the viability of the Steel operations which may lead to temporary shutdown of the plant, which had an affect our revenue and financial strength in the past and could effect the future too.
b) Substantial portion of our revenues has been dependent upon few customers, with which we do not have any firm commitments. The loss of any one or more of our major customer would have a material adverse effect on our business, cash flows, results of operations and financial condition.
c) In the past, our Company contravened certain provisions of the SEBI Act and Regulations, for which SEBI imposed a penalty amounting to Rs. 2,40,000/- on our Company. This penalty was imposed under Section 15HA of the SEBI Act, 1992, for alleged violations in relation to trading activities in the Stock Options Segment of the Bombay Stock Exchange (BSE) during the period from April 1, 2014, to September 30, 2015.
d) We significantly depend upon few of the raw material suppliers for manufacturing of sponge iron. Volatility in the supply and pricing of our raw materials may have an adverse effect on our business, financial condition and results of operations
e) Our business operations are majorly concentrated in certain geographical regions and any adverse developments affecting our operations in these regions could have a significant impact on our revenue and results of operations.
f) Our Company is yet to place orders for the some of the Plant & Machinery for the setup of captive power plant. Any delay in placing orders or procurement of such machinery may delay the schedule of implementation and possibly increase the cost of commencing operations.
g) Majority of our revenue is dependent on single business segment i.e. Sponge Iron. An inability to anticipate or adapt to evolving upgradation of products or inability to ensure product quality or reduction in the demand of such products may adversely impact our revenue from operations and growth prospects.
h) There have been certain instances of non-compliances/ discrepancies, including with respect to certain secretarial/ regulatory filings for corporate actions taken by our Company in the past. Consequently, we may be subject to regulatory actions and penalties for any such non-compliance/ discrepancies and our business, financial position and reputation may be adversely affected.
i) We do not own the Registered Office and Manufacturing Unit from which we carry out our business activities. In case of dispute in relation to use of the said premise, our business and results of operations can be adversely affected.
j) We require certain approvals, licenses, registrations and permits to operate our business, and failure to obtain or renew them in a timely manner or maintain the statutory and regulatory permits and approvals required to operate our business may adversely affect our operations and financial conditions.
k) The Merchant Banker associated with the Issue handled 64 public issues in the past three years out of which 2 SME closed below the Issue Price on listing date.

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	62	2(SME)

l) Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters are

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Anita Tradelinks Private Limited	5,325,000	4.02
2.	Buxom Trexim Private Limited	1,995,500	13.93
3.	Manoj Parasrampuria	1,050,650	9.72
4.	Manish Parasrampuria	776,150	9.42

and the Issue Price at the upper end of the Price Band is Rs. 59/- per Equity Share.
m) The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 9.06.
n) Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024 and 2023 is 14.76%.
o) Weighted average cost of acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and one year preceding the date of the Prospectus.

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper End of the Price Band is 'X' times the WACA	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last one year, 18 months & three years preceding the date of the Prospectus	53.1	1.11	Nil – 53.1

p) Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares of face value of Rs 10 each)	Floor price (i.e. ₹ 56)	Cap price (i.e. ₹ 59)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition	53.1	1.05 times	1.11 times

***^Note:** There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) in last 18 months from the date of this Prospectus.*

PROPOSED LISTING: TUESDAY, JULY 01, 2025

The Issue was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated upto 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"). Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue was made available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 262 of the Prospectus.
The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited.

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors opened and closed on Monday, June 23, 2025. The Company received 7 Anchor Investors applications for 23,80,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹ 59/- per Equity Share. A total of 14,40,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to Rs. 8,49,60,000/-.
The Issue (excluding Anchor Investors Portion) 2,873 Applications for 23,360,000 Equity Shares (after considering invalid bids, Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal/ Cancelled Bids reported by SCSB) resulting 6.44 times subscription (including reserved portion of market maker and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before rejections):

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (Rs.)
1.	Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Investors)	9	10,380,000	962,000	10.79	612,420,000.00
2.	Non-Institutional Bidders	241	7,478,000	724,000	10.33	441,202,000.00
3.	Retail Individual Investors	2,622	5,244,000	1,686,000	3.11	309,290,000.00
4.	Market Maker	1	258,000	258,000	1.00	15,222,000.00
	TOTAL	**2,873**	**23,360,000**	**3,630,000**	**6.44**	**16,75,18,16,000**

Final Demand:

Sr. No	Bid Price	No. of Applications	Sum Quantity	Cumulative Share	% to Total
1	56	90,000	0.31	90,000	0.31
2	57	24,000	0.08	1,14,000	0.40
3	58	40,000	0.14	1,54,000	0.53
4	59	2,31,66,000	80.43	2,33,20,000	80.96
5	CUTOFF	54,84,000	19.04	2,88,04,000	100.00
	Total	**2,88,04,000**	100.00		

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:
The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being National Stock Exchange of India Limited ("NSE Emerge") on June 27, 2025.

Allotment to Retail Individual Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹59 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 3.06880 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,686,000 Equity Shares to 843 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
2000	2,587	100.00	5,174,000	100.00	2,000	29 : 89	1,686,000

1) Allotment to Non-Institutional Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of ₹59 per Equity Share was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 10.32320 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 724,000 Equity Shares to 149 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under (Sample):

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares Allocation per Applicant	Ratio of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
4,000	71	29.58	2,84,000	3.80	2,000	14 : 71	28,000
6,000	7	2.92	42,000	0.56	2,000	2 : 7	4,000
8,000	21	8.75	1,68,000	2.25	2,000	8 : 21	16,000
10,000	9	3.75	90,000	1.20	2,000	4 : 9	8,000
12,000	6	2.50	72,000	0.96	2,000	4 : 6	8,000
14,000	3	1.25	42,000	0.56	2,000	2 : 3	4,000
16,000	7	2.92	1,12,000	1.50	2,000	5 : 7	10,000
18,000	36	15.00	6,48,000	8.67	2,000	31 : 36	62,000
20,000	25	10.42	5,00,000	6.69	2,000	24 : 25	48,000
22,000	7	2.92	1,54,000	2.06	2,000	1 : 1	14,000
24,000	6	2.50	1,44,000	1.93	2,000	1 : 1	12,000
24,000	2000 additional shares allocated in the ratio of 1:6				2,000	1 : 6	2,000
26,000	2	0.83	52,000	0.70	2,000	1 : 1	4,000
26,000	2000 additional shares allocated in the ratio of 1:2				2,000	1 : 2	2,000
28,000	2	0.83	56,000	0.75	2,000	1 : 1	4,000
28.000	2000 additional shares allocated in the ratio of 1:2				2,000	1 : 2	2,000
30,000	3	1.25	90,000	1.20	2,000	1 : 1	6,000
30,000	2000 additional shares allocated in the ratio of 1:3				2,000	1 : 3	2,000
34,000	2	0.83	68,000	0.91	2,000	1 : 1	4,000
34,000	2000 additional shares allocated in the ratio of 1:2				2,000	1 : 2	2,000
36,000	1	0.42	36,000	0.48	4,000	1 : 1	4,000
38,000	2	0.83	76,000	1.02	4,000	1 : 1	8,000

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No of equity shares Allocation per Applicant	Ratio of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
40,000	4	1.67	1,60,000	2.14	4,000	1 : 1	16,000
50,000	3	1.25	1,50,000	2.01	4,000	1 : 1	12,000
50,000	2000 additional shares allocated in the ratio of 1:3				2,000	1 : 3	2,000
58,000	1	0.42	58,000	0.78	6,000	1 : 1	6,000
60,000	3	1.25	1,80,000	2.41	6,000	1 : 1	18,000
66,000	1	0.42	66,000	0.88	6,000	1 : 1	6,000
84,000	2	0.83	1,68,000	2.25	8,000	1 : 1	16,000
1,00,000	1	0.42	1,00,000	1.34	10,000	1 : 1	10,000
1,06,000	1	0.42	1,06,000	1.42	10,000	1 : 1	10,000
1,24,000	1	0.42	1,24,000	1.66	12,000	1 : 1	12,000
1,34,000	1	0.42	1,34,000	1.79	14,000	1 : 1	14,000
1,36,000	1	0.42	1,36,000	1.82	14,000	1 : 1	14,000
1,44,000	1	0.42	1,44,000	1.93	14,000	1 : 1	14,000
1,48,000	1	0.42	1,48,000	1.98	14,000	1 : 1	14,000
1,52,000	1	0.42	1,52,000	2.03	14,000	1 : 1	14,000
1,60,000	1	0.42	1,60,000	2.14	16,000	1 : 1	16,000
1,68,000	2	0.83	3,36,000	4.50	16,000	1 : 1	32,000
1,72,000	1	0.42	1,72,000	2.30	16,000	1 : 1	16,000
1,80,000	1	0.42	1,80,000	2.41	18,000	1 : 1	18,000
4,68,000	1	0.42	4,68,000	6.26	46,000	1 : 1	46,000
8,48,000	1	0.42	8,48,000	11.35	82,000	1 : 1	82,000
8,50,000	1	0.42	8,50,000	11.37	82,000	1 : 1	82,000
Total	**240**	**100.00**	**74,74,000**	**100.00**	**4,62,000**		**7,24,000**

Note : 1 Additional lot 2000 shares have been allocated to Categories 24000, 26000, 28000, 30000, 34000, 50000 in the ratio of 1:6, 1:2, 1:2,1:3, 1:2, 1:3

Continued on next page

তেলঙ্গানার রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত ১২ শ্রমিক

অমরবাতী, ৩০ জুন: তেলঙ্গানার একটি রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সোমবার সকালে বিস্ফোরণের পরেই আগুন লেগে যায় কারখানায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৪ জন। বিস্ফোরণের পরই দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে লেগে পড়েন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, সোমবার সকালে তেলঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলায় শিল্পতালুকের ওই রাসায়নিক কারখানা থেকে হঠাৎই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। স্থানীয়রা দৌড়ে গিয়ে দেখেন, কারখানার ছাদ উড়ে গিয়ে ১০০ মিটার দূরে পড়েছে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। আতঙ্কে দৌড়ে বেরিয়ে আসছেন শ্রমিকেরা। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে কারখানার শেডটি পুরোপুরি উড়ে গিয়েছে। এমনকী বিস্ফোরণের জেরে কারখানার পাশের একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে। আরও একটি বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে দমকলের ১১টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ করে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। তাঁদের তদারকিতে উদ্ধারকাজ চালানো হয়। আশপাশের এলাকার মানুষদের নিরাপদস্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি অগ্নিকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন। কারখানায় আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার এবং আহতদের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পাক জঙ্গিদের অনুপ্রবেশে সাহায্য, গ্রেপ্তার তরুণ

শ্রীনগর, ৩০ জুন: জঙ্গি অনুপ্রবেশ করাতে গিয়ে ধরা পড়লো পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা এক তরুণ। অভিযোগ, ভারতে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসতো এই তরুণ। ধৃতের নাম মহম্মদ আরিফ। কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলার সীমানা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। পিটিআই জানিয়েছে, ধৃত জেরায় স্বীকার করেছেন পাকিস্তানি সেনার নির্দেশেই কাজ করতো সে। নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন অঞ্চল দিয়ে রবিবারও একদল জঙ্গিকে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করছিলো আরিফ। তাকে জেরা করে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে।

পিটিআই জানিয়েছে, জেরায় ধৃত স্বীকার করেছেন, তিনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা। এলাকার ভৌগোলিক প্রকৃতির বিষয়েও তিনি যথেষ্ট অবগত। আরিফের থেকে ইতিমধ্যে একটি মোবাইল এবং কিছু নগদ অর্থ পাওয়া গিয়েছে। জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তানি সেনার হয়ে সে কাজ করতো বলে জেরায় দাবি করেছে ধৃত তরুণ।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, জইশ-এ-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গিগোষ্ঠীর চার জন জঙ্গিকে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করছিল অভিযুক্ত। সেই সময়েই সেনা জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায় আরিফ। সেনা সূত্রে খবর, আরিফের সঙ্গে থাকা ওই চার জঙ্গি লাফিয়ে 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'-এর দিকে চলে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া কাছেই পাকিস্তানি ফৌজের সীমান্তচৌকি থাকার কারণে জঙ্গিদের দিকে গুলি চালানো সম্ভব হয়নি। সেনা আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে থাকা জঙ্গিরা পাহাড়ের একটি উঁচু ঢাল থেকে ঝাঁপ দিয়ে পাকিস্তানের দিকে পালিয়ে যায়।

তবে ওই সূত্র জানিয়েছে, ওই এলাকায় ড্রোন ক্যামেরার ফুটেজে রক্তের ছোপ দেখা গিয়েছে। যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, জঙ্গিরা উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার পরে জখম হয়েছেন।

তানজানিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত অন্তত ৪০

ডোডোমা, ৩০ জুন: তানজানিয়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৪০ জনের। আহতের সংখ্যা ৩০। দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষেই এই দুর্ঘটনা বলে খবর। সংঘর্ষের পরই দুটি বাসে আগুন লেগে যায়। ঘটনাটি শনিবার ঘটলেও সোমবার তা প্রকাশ্যে এসেছে। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাসের মধ্যে একটির টায়ার ফেটে যায়। এরপরই বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারায় চালক। তার জেরেই ঘটে যায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসান তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'এই ঘটনায় আমি গভীর শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এই প্রার্থনাই আমি করি।' তানজানিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার রাতে একটি বাস বেশ কয়েকজন যাত্রীদের নিয়ে একটি বিয়েবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। সাবাসাবা এলাকার কাছে আসার পরই উলটো দিক থেকে আসা অপর একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ময়দান

পুলিশের হাতে 'গ্রেপ্তার' সালাউদ্দিনরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা লিগের শুরুতেই বড় ধাক্কা মোহনবাগানের। নৈহাটিতে লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পুলিশ এসির বিরুদ্ধে ০-১ ব্যবধানে পরাজিত সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে পুলিশ এসির মহম্মদ আমিল নঈম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও গোল শোধ করতে ব্যর্থ ডেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

পুলিশ এসির কাছে গত বছরও ২-৩ গোলের ব্যবধানে হেরেছিল মোহনবাগান। এবারও জয়ের ধারা বজায় রাখল পুলিশ দল। ম্যাচের শুরুতেই সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। সালাউদ্দিনের ক্রস পুলিশের গোলকিপার সুরজ আলি বাঁচিয়ে দেন। পরে সালাউদ্দিনের একটি ফ্রি-কিকও জমা পড়ে সুরজের হাতে। দ্বিতীয়ার্ধেও একাধিক সুযোগ নষ্ট করে মোহনবাগান। আরও বড় ব্যবধানে জয় পেতে পারত পুলিশ। ম্যাচ শেষে বাগান ফুটবলারদের উপর ক্ষুব্ধ হন সমর্থকরা।

প্রিমিয়ার ডিভিশনের অন্যান্য ম্যাচগুলির ফলাফল—

ব্যারাকপুরে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী মামনি পাঠচক্র। রবীন্দ্র সরোবরে সুরুচি ৪-০ ব্যবধানে হারায় কালীঘাট এমএসকে। উলুবেড়িয়ায় বিএসএস-কে ৩-২ ব্যবধানে হারায় জর্জ টেলিগ্রাফ। কল্যাণীতে রেলওয়ে এফসিকে ৩-০ ব্যবধানে হারায় ক্যালকাটা কাস্টমস।

শুভমানের ডাকে বার্মিংহ্যামে হরপ্রীত, ঘূর্ণি চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতিতে বিশেষ কৌশল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লিডসে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেও হারের তীব্র ধাক্কা সামলাতে পারছে না ভারতীয় টিম। প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পর নেতৃত্বে থাকা শুভমান গিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অধিনায়কের অভিজ্ঞতা ও পরিণত বোধ নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর সমালোচনা শুরু হয়েছে ক্রিকেটমহলে। এমন সময় নিজের রাজ্যের একজন বিশ্বস্ত সতীর্থের দিকেই হাত বাড়ালেন শুভমান। পাঞ্জাবের বাঁহাতি স্পিনার হরপ্রীত ব্রার, যিনি মূল স্কোয়াডে ছিলেন না, হঠাৎই হাজির হলেন টিম ইন্ডিয়ার নেট সেশনে। বার্মিংহ্যামে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগেই ভারতীয় দলের অনুশীলনে হরপ্রীতের উপস্থিতি নজরে আসে সকলের। বিসিসিআইয়ের ভিডিওতেও দেখা যাচ্ছে, সরকারি জার্সি ছাড়াই নেটে পুরোদমে বল করছেন তিনি। কিন্তু কীভাবে? কেন? উত্তরে হরপ্রীত জানালেন, তআমার স্ত্রী সুইনডনে থাকে। এখান থেকে বার্মিংহ্যাম এক থেকে দেড় ঘণ্টার পথ। শুভমানের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হচ্ছিল। ও আমায় প্র্যাকটিসে আসতে বলল। তাই চলে এলাম।দ শুভমান ও হরপ্রীত দু'জনেই পাঞ্জাবের ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন। আইপিএল ২০২৫-এ পাঞ্জাব কিংসের হয়ে হরপ্রীতের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে তিনি যেভাবে ঘূর্ণি আনেন, তাতে ইংল্যান্ডের শুষ্ক পিচে তার বিরুদ্ধে ব্যাটিং অনুশীলন ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য কার্যকরী হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এজবাস্টন ভারতের কাছে ইতিহাসে বরাবর অশুভ জায়গা। এখানকার মাঠে কোনওদিনই টেস্ট জেতেনি ভারত।

বাংলার কোনও দলে এসে ভালো কাজ করতে চাই: পারমিতা সিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় ফুটবল তথা বাংলা ফুটবলে মহিলা কোচ আছেন হাতে গোনা কয়েকজন। মহিলা কোচ হিসেবে কোনও অ্যাকাডেমির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এই রকম খুব কম দেখা যায়। ব্যতিক্রম পারমিতা সিট। হাওড়ার বড়গাছিয়ায় আদি বাড়ি। জন্ম ঝাড়খণ্ডে, সেখানেই থেকেছেন প্রায় ১২ বছর। বাবা ফুটবলার ছিলেন। বাবার কাছেই ফুটবলে হাতেখড়ি পারমিতার। আর পাঁচটা বাঙালির মতো পারমিতার পরিবারও ফুটবল নিয়ে আবেগী। ফলে ফুটবলকে পেশা বেছে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন পারমিতা সিট। খেলোয়াড় জীবন ও কোচিংয়ের নানান অভিজ্ঞতার কথা একদিনের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন পারমিতা।

কেরিয়ারের একেবারে শুরুতে কোচ সমীর কুমার পালের অধীনে পেশাদারি ফুটবলে আসা, এরপর একে একে বাংলার জুনিয়র, সিনিয়র। খেলেছেন কর্ণাটক রাজ্যের হয়েও। ২০০৪ সালে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন পারমিতা। ২০১৩ সালে চাকরি সূত্রে কলকাতা ছাড়তে হয়। ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোরে সাউথ ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে প্রায় তিন বছর পারমিতা ওড়িশাতে এআইএফএফ -ফিফার যৌথ অ্যাকাডেমির হেড কোচের দায়িত্বে ছিলেন। শুভেন্দু পাণ্ডার সঙ্গে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন অনূর্ধ্ব -১৯ জাতীয় দলে। কোচিং কেরিয়ারের শুরুর অভিজ্ঞতা নিয়ে পারমিতা বলেন, ব্যাঙ্গালোরে টেরি ফেলানের কাছেই কোচ হিসেবে হাতেখড়ি। আজ যে জায়গায় রয়েছেন তাতে টেরি ফেলান ও শুভেন্দু পান্ডার হাত রয়েছে।

গত বছর নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমির কোচ হন পারমিতা। বর্তমানে অনূর্ধ্ব -২০ ভারতীয় মহিলা দলের সহকারী কোচ নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। বাংলায় তেমন সুযোগ না পেয়েই কি রাজ্য ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়? পারমিতার উত্তর, বাংলা আমার মাতৃভাষা। চাকরি সূত্রে রাজ্য ছাড়তে হয়। আমাদের ঐতিহ্যশালী পরিবার, পড়াশোনা করাই প্রাধান্য ছিল। পড়াশোনার সঙ্গেই খেলাধুলা চালিয়ে যাই। বাবা-কাকা-ভাই সকলেই ফুটবল খেলে। কোচিং কেরিয়ার বেছে নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। নবাংলার প্রতি টান একটুও কমেনি।

OFFICE OF THE
DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
Under Murshidabad-Jiaganj Panchayat Samity Rampur, Hasanpur, Murshidabad
Email- Dangapara.gp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 03/DGP/2025-2026 Dated: 26-06-2025.** The last date for online submission of tender is **04-07-2025 (Friday) upto 11:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Nasima khatun
(Pradhan, Dangapara G.P.)

Tender
- **NIET No-03/5th_SFC/2025-2026, Memo No-165/GGP/2025, Dated-26/06/2025;**

Above all Sealed tender are invited by Prodhan Gobardhandanga G.P. for various works/supply works from bonafied outside contractors as per G.O.
- Date of uploading of N.I.T & other Documents (Online): **30/06/2025 at 02.00 pm**
- Documents download/ sell start date (Online): **30/06/2025 at 04.00 pm**
- Bid submission start date: **30/06/2025 at 04.00 pm**
- Documents download/ sell end date (Online): **07/07/2025 at 02.00 pm**
- Bid submission closing date (Online) : **07/07/2025 at 02.00 pm**
- Technical bid opening date : **07/07/2025 at 02.00 pm**

. Others details are available in the office notice board and Web-Site: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under GP area vide **NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-1/OWN FUND/25-26 & Memo No. 285/OWN FUND/BGP/2025-26, NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-9/15th FC/25-26 & Memo No. 284/15th FC/BGP/2025-26, Date: 30.06.2025.** Bid submission start date: **30.06.2025 at 03.00 PM (NIT-9), 01.07.2025 at 10.00 AM (NIT-1).** Last date of Bid submission : **10.07.2025 up to 05.00 PM.** Date of opening: **14.07.2025 at 12.30 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	সাধনা মিত্তার -এর সঙ্গে সংযুক্ত লালচাঁদ মিত্তাল	০০০২৫০৫	৫১৮	১০১৯৭৫১-১০২১৫০০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ৩০ জুন, ২০২৫

OFFICE OF THE
DWARKA GRAM PANCHAYAT
VILL+ P.O-ABADANGA
P.S-LABPUR, BIRBHUM
NIT No- e-Tender/01/DGP/2025-26, e-Tender/02/DGP/2025-26, e-Tender/03/DGP/2025-26
E-Tender is invited for 13 Nos civil/civil and electric works.
Bid submission start date-**30/06/2025 Ends-09/06/2025**. For more Details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or Office Notice board.
Sd/- PRODHAN
DWARKA GRAM PANCHAYAT

ফর্ম নং: ইউআরসি-২ (Form No. URC-2)
পার্ট I, অধ্যায় XXI অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি
[২০১৩ সালের কোম্পানিসমূহ আইন-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানিসমূহ (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ৪(১) অনুযায়ী]
১। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানিসমূহ আইন-এর ধারা ৩৬৬(২) অনুসরণে, কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-এর নিকট একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, **M/s. GLS Hotel & Resorts LLP**, একটি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ, উক্ত আইন-এর অধ্যায় XXI এর পার্ট I অনুযায়ী, শেয়ার-সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে।
২। প্রস্তাবিত কোম্পানির মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, ভূমি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য কমপ্লেক্স ক্রয়, বিক্রয়, নির্মাণ, পুনর্গঠন ও উন্নয়ন করা এবং মালিকানা অথবা লিজ ভিত্তিক ভূমিতে রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
৩। প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারক ও সংঘবিধির একটি কপি নিম্নোক্ত অফিসে পরিদর্শন করা যাবে: প্রাঙ্গণ নং-০২-৩৩৬, প্লট নং DE-১৩৯, নিউ টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৪। এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে একুশ (২১) দিনের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি এই আবেদন সম্পর্কে কোনো আপত্তি জানাতে চান, তাহলে তিনি লিখিতভাবে তা "ROC CRC, IICA, Manesar, Plot No. 6, 7 & 8, Sector-5, IMT Manesar, Gurgaon-122052, India" ঠিকানায় এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসেও একটি কপি পাঠিয়ে জানাতে পারবেন।
তারিখঃ এই ১লা জুলাই, ২০২৫
আবেদনকারীর নামসমূহঃ
১। শ্রী লক্ষ্মী কান্ত কর
২। শ্রী. ইন্দ্রনীল কর
৩। শ্রীমতী বীণাপাণি কর

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN No : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬, পঃবঃ, ভারত,
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/৪৬, **ফ্যাক্স :** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট :** www.ahleast.com
শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলসের রুল ৬ সংস্থান অধীনে এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে (রুলস) অনুযায়ী, **৩১ মার্চ ২০১৮** সালে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ একাদিক্রমে সাত বছর অদাবিকৃত রয়েছে তা **৩ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে আইইপিএফ তে স্থানান্তর করা হবে।
যে সকল শেয়ারহোল্ডার এর শেয়ারসমূহ আইইপিএফ তে স্থানান্তর করা হবে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা হচ্ছে যে, ক) সর্বশেষ নথিভুক্ত ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ahleast.com থেকে পাওয়া যাবে, খ) আপনাদের নামে নথিভুক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য হবে না।
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে কোনও বৈধ দাবি কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত না হলে কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০১৮ আর্থিক বর্ষের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ আইইপিএফ অথরিটির অ্যাকাউন্টে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই স্থানান্তর করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, শেয়ারসমূহ স্থানান্তর পরবর্তীতে কোম্পানির শেয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে সকল কর্পোরেট সুবিধাদি আইইপিএফ এর অনুকূলে বর্তাবে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার অধিকারের ফলে যে ভোটাধিকার তাও নিষ্ক্রিয় করা হবে কারণ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার অধিকারীই তা দাবির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।
শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, আইইপিএফ তে স্থানান্তরিত অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং শেয়ারসমূহ বিষয়ে কোম্পানির কাছে শেয়ারহোল্ডারগণ কোনও দাবি করতে পারবেন না। শেয়ারহোল্ডারগণ আইইপিএফ ওয়েবসাইটে বিস্তারিত উপলব্ধ www.iepf.gov.in মতে আইইপিএফ রুলসের রুল ৭ সংস্থান অধীনে নির্দেশাবলি অনুযায়ী আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এবং ডিভিডেন্ড দাবি করতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা/বিশ্লেষণের জন্য শেয়ারহোল্ডাগণ অবশ্যই যোগাযোগ করবেন : কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং স্থানান্তর প্রতিনিধি **মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (পূর্বতন কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড),** শ্রী সুরেশ বাবু ডি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার-বি, প্লট নং ৩১ এবং ৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লি মন্ডল, হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা ভারত-৫০০০৩২। ফোন : ৯১-৪০-৬৭১৬১৫১৮, ফ্যাক্স : ০৪০-৬৭১৬১৫৫৩; নিঃশুল্ক নং : ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১; ইমেল : einward.ris@kfintech.com।
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : **কলকাতা**
তারিখ : **১ জুলাই ২০২৫**

Continued from previous page

2) Allotment to Market Maker: The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 59/- per Equity Shares, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 2,58,000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 2,58,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total Number of shares allotted	Surplus/Deficit
258,000	1	100.00	258,000	100.00	258,000	1:1	258,000	0
Total	**1**	**100.00**	**258,000**	**100.00**	**258,000**		**258,000**	**0**

3) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors:
Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹59/- per Equity Share has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 10.79002 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 962000 Equity Shares, which were allotted to 9 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	278,000	-	-	-	-	336,000	348,000	**9,62,000**

4) Allotment to Anchor Investors:
The Company in consultation with the BRLM has allocated 1,440,000 Equity Shares to 7 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹59 per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

Category	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	SI-NBFC'S	AIF	FPI/FPC	Others	Total
Anchor	-	-	-	206,000	6,18,000	6,16,000	-	**14,40,000**

The Board of Directors of our Company at its meeting held on June 27, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being NSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before June 30, 2025. In case the same is not received within four working days, Investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on June 30, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has received listing and trading approval from NSE and the trading of the Equity Shares will commence on or about July 01, 2025.
Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated June 27, 2025 filed with the Registrar of Companies, Kolkata.

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Kfin Technologies Limited at website: www.kfintech.com
TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Issue has handled 64 Public Issues in the past three financial years, out of which 2 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	62	2 (SME)

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

KFINTECH
EXPERIENCE TRANSFORMATION
Kfin Technologies Limited
Address: 301, The Centrium, 3rd Floor, 57 Lal Bahadur, Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Kurla, Mumbai, Maharashtra, India, 400070
Telephone: +91 40 67162222, 18003094001; **Email:** shrihare.ipo@kfintech.com
Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com ; **Website:** www.kfintech.com ;
Contact Person: M. Murali Krishna ; **SEBI Registration Number:** INR000000221; **CIN:** L72400MH2017PLC444072

On behalf of Board of Directors
Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited
Sd/-
Rashmeet Kaur
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata,
Date: June 30, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SHRI HARE-KRISHNA SPONGE IRON LIMITED

Disclaimer: *Shri Hare—Krishna Sponge Iron Limited has filed the Prospectus with the RoC on June 27, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at: https://shkraipur.com, and shall also be available on the website of the NSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see* ***"Risk Factors"*** *beginning on page 25 of the Prospectus.*
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***"Securities Act"****) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.*

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

ডেয়ারি টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করে গড়ে নিতে পারেন একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ

আজকের দিনে যেখানে মূল্য সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয়েছে, সেখানে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা ও গবেষণা জীবিকা অর্জনের একটি অন্যতম বিষয়রূপে শিক্ষাসমাজে গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের দেশে প্রাণীজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সঙ্গত কারণেই বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি বা দুগ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ভারতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডেয়ারি টেকনোলজির শিক্ষা ও গবেষণা প্রথম শুরু হয় ১৯২৩ সালে তদানীন্তন ব্যাঙ্গালোরে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারিং প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ইন্ডিয়ান ডেয়ারি ডিপ্লোমা (আইডিডি) ছিল ভারতে প্রথম ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সোপান যা বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট হরিয়ানার কার্নালে স্থানান্তরিত হয় ভারতীয় দুগ্ধ অনুসন্ধান কেন্দ্র (ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) নামে। ১৯৫৫ সালে ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পুনঃনামাঙ্কিত হয় রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র (ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) রূপে। বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটি এই অনুসন্ধান কেন্দ্রের দক্ষিণী আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে পরিচিত হয়। ১৯৬২ সালে তদানীন্তন বম্বে এবং ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে কার্নালে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রে সর্বপ্রথম ডেয়ারি টেকনোলজিতে বিএসসি কোর্স চালু হয়। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা ও বম্বেতে ডেয়ারি টেকনোলজির ডিপ্লোমা শিক্ষার প্রসারণ ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজির চার বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রথম চালু হয় ১৯৭৭ সালে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাণী চিকিৎসা অনুষদের অধীনে। ১৯৯৫ সালে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র অনুষদরূপে ডেয়ারি টেকনোলজির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক পাঠ্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে বি টেকের পাশাপাশি এই অনুষদের অধীনে থাকা ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিস্ট্রি এবং মাইক্রো বায়োলজি বিভাগগুলিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমও চালু আছে।

এই বিষয়ে কী কী কোর্স রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মোহনপুরস্থিত ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের বর্তমান বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটি ভারত সরকারের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (জজ্ঞ্বজ্ঞ্ট) অনুমোদিত একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কোর্স। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ প্রণীত একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রমকে মান্যতা দিয়ে এই কোর্সটি পড়ানো হয়। বি টেক ডেয়ারি টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্র বা ছাত্রীকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভর্তির বছরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের নিরিখে ১৭ বছর বয়সী হতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের স্বীকৃত কোনও বোর্ড থেকে ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্ক ও ইংরেজি,সহ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের অধীন বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটিতে বর্তমানে ৪৯টি আসন রয়েছে, যার ৮০ শতাংশ ভর্তি হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড আয়োজিত প্রবেশিকা পরীক্ষার (WBJEE) মাধ্যমে। বাকি ২০ শতাংশ আসন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (ICAR) নিয়ন্ত্রিত এবং সেগুলি পূর্ণ হয় সর্বভারতীয় CUET পরীক্ষার মেধাতালিকার ভিত্তিতে।

নদিয়া জেলার মোহনপুরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ডেয়ারি টেকনোলজি, ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেয়ারি কেমিস্ট্রি এবং ডেয়ারি মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনেরও সুবিধা রয়েছে।

এই বিষয়ে কী কী পড়ানো হয়

বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম যেটি আটটি সেমেস্টারে বিভক্ত। এতে ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রোবায়োলজি, কেমিস্ট্রি এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত এবং একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে থিওরি বা তাত্ত্বিক এবং প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক শিক্ষালাভের পর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। তাত্ত্বিকা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টারে রেডি (READY) কর্মসূচির মাধ্যমে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চার বছরের মধ্যে সপ্তম সেমেস্টারে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সংস্থায় ইনপ্ল্যান্ট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সম্যকভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করে।

কতটা উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে

ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক করার পর দেশ ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রভূত সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩০টি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ রয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকগুলিতেই ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু আছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে পারেন। গেট (GATE) পরীক্ষার মাধ্যমে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাশ ছাত্রছাত্রীদের আইআইটি, গুলিতে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রুরাল ডেভেলপমেন্টের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তির সুযোগ মেলে। এছাড়া ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের সুযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য অনুসন্ধান সংস্থা (CFTRI), র খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়ার। GRE এবং TOEFL পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডেয়ারি বা খাদ্য প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠনের সুযোগও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকরা নিতে পারে।

স্নাতক কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী হলে স্নাতকোত্তর বা গবেষণায় যেতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমগুলিতে ভর্তি হতে পারে।

কর্মসংস্থানের কী কী সুযোগ রয়েছে

বর্তমানে দেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সাধারণভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্সংস্থানের সুযোগ বেশি হলেও বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র, কেভেন্টার, আইটিসি, রেডকাউ ডেয়ারির মতো বেসরকারি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিযুক্ত হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে ভিনরাজ্যের সমবায়, বেসরকারি দুগ্ধ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায়, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও। বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের স্নাতকরা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এই সমস্ত সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়ে থাকে। ভারতের বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায় সংস্থা আমূল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের নিযুক্ত করে থাকে।

স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি করা থাকলে ডেয়ারি টেকনোলজির ছাত্রছাত্রীরা নেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ ও গবেষণা সংস্থায় সহকারি অধ্যাপক, গবেষক বা বিজ্ঞানী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন।

একজন ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতক কর্মজীবনের শুরুতে সংস্থাভেদে মাসে ৩০, ৬০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের পর সহকারি অধ্যাপক বা গবেষকদের প্রারম্ভিক মাসিক আয় ৬০, ৭০ হাজার টাকা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে চাহিদা নিয়ে রূপরেখা

বর্তমান সময়ে প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মূল্যযুক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজার যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে ভবিষ্যতেও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকদের কর্মসংস্থানের অভাব হবে না। দুধ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং এর বাজার সর্বদাই প্রসারণশীল। মৌলিক পঠনপাঠনের পাশাপাশি হাতেকলমে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা আগামিদিনে স্বচ্ছল জীবনযাপনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এতে প্রশিক্ষিত ডেয়ারি প্রযুক্তিবিদদের চাহিদা শিল্পক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

এই বিষয়ে দরকারি কিছু ওয়েবসাইট

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
(https//icar.org.in)
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
(https//wbuafscl.ac.in)
রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র
(https//ndri.res.in)
কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি অনুসন্ধান কেন্দ্রীয়
(https//cftri.res.in)

আই.সি.এস.ই পরীক্ষায় সাফল্যের পর ডাক্তার হতে চায় আনিকা

ডাঃ শামসুল হক

অত্যন্ত শান্তশিষ্ট একটা মেয়ে । মুখ দেখলে কখনই মনে হবে না , নিরীহ সেই মেয়েটাই একরাশ তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারিণী হয়ে চমকে দেবে সকলকে। তবে সে যতই চুপচাপ থাকুক না কেন, তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনি এবং ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসিই স্পষ্ট করে দেয় তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় প্রতিভার স্ফুরণ এবং সেইসঙ্গে প্রকাশ করে তার নিজস্বতাও।

বিরল প্রতিভাধর সেই ছাত্রী আনিকা সানজিদা এই বছরের আই.সি.এস.ই .পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল করে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে। নিরানব্বই দশমিক দুই শতাংশ নম্বর পেয়ে গোটা রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে সে। আর সেটা নিয়ে গর্বিত তার পরিবারের লোকজন সহ সমগ্র বর্ধমান জেলার মানুষজনও।

প্রতিদিনের পড়াশোনার নির্দিষ্ট কোন সময় মেনে চলার পক্ষপাতী সে কিন্তু নয়। কোনদিন সে পড়াশোনা করে চার ঘণ্টা, তো পরের দিন দশ ঘণ্টা। তবে গড়ে সাত থেকে আট ঘণ্টা সময় সে ব্যায় করে তার পড়াশোনার কাজে। তার গৃহ শিক্ষক থাকলেও , নিজের চেষ্টাই সেই কাজে যে তাকে অনুপ্রাণিত করে

সবচেয়ে বেশি , সেকথা স্বীকার করেছে সে নিজেই। আর তাতে পুরোপুরিভাবে সফলও সে।

তবে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষকাদের কাছ থেকেও সে যে পেয়েছে বিশাল সহায়তা, সেটাও তার নিজেরই স্বীকারোক্তি। আবার বাড়িতে মা বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের অনুপ্রেরণাও তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ভীষণভাবেই। আর নিজের নিরলস পরিশ্রমের ফলাফল হিসেবে আই.সি.এস.ই পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর হল ইংরেজি প্রথম - ৯৫, ইংরেজি দ্বিতীয় - ১০০, গণিত - ১০০, বাংলা - ৯৪, রসায়ন - ৯৯, পদার্থ বিজ্ঞান - ৯৭, জীববিজ্ঞান - ১০০, ভূগোল - ৯৭, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন - ১০০ এবং ইতিহাস - ১০০

পড়াশোনার পাশাপাশি সে চালিয়ে গেছে শরীর চর্চা এবং নিয়মানুবর্তিতাও। ক্যারাটে, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলায় ভীষণ পারদর্শীও সে। নানান ধরণের ইনডোর গেমসেও সে রেখেছে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আবার অঙ্কন শিল্পেও আছে তার অসাধারণ দক্ষতা। বিভিন্ন সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় তার আঁকা ছবিও প্রকাশ পায় নিয়মিতভাবেই।

বহুমুখী প্রতিভার প্রভায় প্রভাবিত সেই ছাত্রীর বাড়ি বর্ধমান শহরের রসিকপুরে । ছোট থেকেই টপার সেই পড়ুয়া পড়াশোনা করেছে বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে। ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে নিয়েই সে এগিয়ে চলেছে তার চেনাজানা পথ ধরেই। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো অভিনন্দন বার্তা তাকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ ও করেছে ।সে আরও বড় হোক, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভকামনাও জানিয়েছেন তাকে । তাতে ভীষণভাবে আপ্লুত ও আনিকা এবং ডাক্তার তাকে হতেই হবে, এটাও ভীষণভাবে গেঁথে গেছে তার মনেরই অন্দরে।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের

শুভজিৎ বসাক

প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে যে, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার যে বিষয়গুলো স্কুল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, তা হলো তাপপ্রবাহ। শিশুরা চরম আবহাওয়ার প্রভাবে 'অধিকতর ঝুঁকিতে' আছে কারণ তাদের শরীর প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় দ্রুত উষ্ণ হয় ও ধীর গতিতে ঠান্ডা হয়। ফলে যেসব শ্রেণীকক্ষে প্রচণ্ড গরমে কোনো স্বস্তির ব্যবস্থা নেই, সেখানে শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। আবার যদি বর্ষায় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে স্কুলে আসা-যাওয়ার রাস্তা ডুবে যায় বা স্কুল প্লাবিত হয় তাতেও তারা ক্লাসে যেতে পারে না।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে যেসব সাধারণ প্রক্রিয়া প্রায়ই জলবায়ুজনিত ঝুঁকির শিকার হচ্ছে, শিক্ষা পরিসর সেসবের অন্যতম যা ভবিষ্যতের নিরিখে সারা বিশ্বে নিঃস্তব্ধে এক সঙ্কট তৈরি করছে। ইউনিসেফের তরফে কিছুদিন আগে ২০২৪ সালের নিরিখে 'চরম আবহাওয়া ও স্কুলজীবনে তার প্রভাব' শীর্ষক প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উঠে এসেছে যে শুধুমাত্র চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার প্রভাবে বিগতবছর বিশ্বজুড়ে ৮৫ টি দেশে স্কুলগামী প্রায় ২৪ কোটি ২০ লক্ষ শিশুর পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়েছে যে সংখ্যাটি দেশগুলোর স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রতি সাতজনে প্রায় একজন। যারমধ্যে ১৭ কোটি পড়ুয়ার ক্ষেত্রে তাপপ্রবাহ মূল কারণ হিসাবে উঠে এসেছে।

প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে যে, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার যে বিষয়গুলো স্কুল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, তা হলো তাপপ্রবাহ। শিশুরা চরম আবহাওয়ার প্রভাবে 'অধিকতর ঝুঁকিতে' আছে কারণ তাদের শরীর প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় দ্রুত উষ্ণ হয় ও ধীর গতিতে ঠান্ডা হয়। ফলে যেসব শ্রেণীকক্ষে প্রচণ্ড গরমে কোনো স্বস্তির ব্যবস্থা নেই, সেখানে শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। আবার যদি বর্ষায় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে স্কুলে আসা-যাওয়ার রাস্তা ডুবে যায় বা স্কুল প্লাবিত হয় তাতেও তারা ক্লাসে যেতে পারে না। ইউনিসেফ এই প্রসঙ্গে জানিয়েছে যে, দশকের পর দশক জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সহ মানুষের নানা রকম স্বার্থান্বেষী কর্মকাণ্ড এই পৃথিবীকে উষ্ণতর করে তুলছে ও আবহাওয়ার রূপ বদলের জন্য দায়ী হচ্ছে। ফলে ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছে যা সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। এই তারতম্যের ফলে বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহ ও সাইক্লোনের মত বিপর্যয় বৃদ্ধির কারণে বিশ্ববাসী ক্রমশঃ আরও ভয়াবহ দুর্যোগের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে চলেছে যা অতীতে বিশেষভাবে দেখা যায়নি। একইসাথে উল্লেখ্য যে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বর্তমান হারে অব্যাহত থাকলে

২০০০ সালের তুলনায় ৮ গুণ শিশু ২০৫০ সালে তাপপ্রবাহের শিকার হবে। এছাড়া একই সময় ব্যাপক বন্যায় ক্ষতিতে পড়তে পারে ৩ গুণের বেশি শিশু ও দাবানলের প্রভাবে পড়তে পারে ১.৭ গুণ বেশি শিশু। ইউনিসেফের বক্তব্য, চরম আবহাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রভাবের শিকার হওয়ার বাইরেও কিছু শিশু, বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলছুট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ভাবে বৃদ্ধিশীল হয়েছে। ইউনিসেফের পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য, চরম আবহাওয়ার প্রভাবে ২০২৪ সালে দেশগুলোতে কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময় ক্লাস স্থগিত রাখতে হয়েছিল। বেশি ছুটির কারণে পাঠদানের সূচি বদলায়, এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে স্কুলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হয়। শ্রেণীকক্ষগুলো যাতে আরও বেশি 'জলবায়ুজনিত ক্ষতি প্রতিরোধী' হিসাবে তৈরি করা যায় সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনা গঠন করা আবশ্যিক কারণ শিশুদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তাদের ১০ বছর বয়সে এসেও ঠিকমতো লেখাপড়া বুঝতেই পারে না। বিশ্বকালীন পরিসরে নীতি সংক্রান্ত আলোচনায় এই সামগ্রিক বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত থাকছে। সেক্ষেত্রে জলবায়ুজনিত ঝুঁকি শিক্ষাগ্রহণের প্রতিকূল বাস্তবতাকে বাড়িয়ে তুলছে যাকে দ্রুত সমাধান না করলে ভবিষ্যতে শিক্ষার অধরা গ্রাস করবে একটা গোটা প্রজন্মকে কারণ জলবায়ু ও পরিবেশগত ক্ষতির সম্ভাব্য বেশি ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে বাস করে প্রায় ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) শিশু, যা বিশ্বের মোট শিশুর অর্ধেক অতএব বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া অনুচিৎ।